কৃষি ও ক্ষুদ্রঋণ (AM)

AIBB-এর জন্য

First Edition: September 2023
Second Edition: March 2024
Third Edition: June 2024
Fourth Edition: January 2025
Fifth Eidition: June 2025

Do not copy or share this material; the author worked hard on it and holds the copyright.

Edited By:

Mohammad Samir Uddin, CFA
Chief Executive Officer
MBL Asset Management Limited
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center, Unlock Your Potential Here.

Price: 350Tk.
For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01310-474402

Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

সূচিপত্রঃ

এসএল	বিস্তারিত	পৃষ্ঠা নং
1	মডিউল এঃ *কৃষি অর্থনীতি*	**4-32**
2	মডিউল বিঃ *মাইক্রো ক্রেডিট এবং মাইক্রো ফাইন্যান্সঃ বিবর্তন, আইনি কাঠামো এবং পণ্য*	**33-47**
3	মডিউল সিঃ *ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান (MFIs)*	**48-55**
4	মডিউল ডিঃ *ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, বিশেষ এবং অগ্রাধিকার খাতে অর্থায়ন*	**56-79**
5	মডিউল ইঃ *বাংলাদেশে গ্রামীণ অর্থ ও দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষায়িত ব্যাংক (SBs) এবং MFIs এর ভূমিকা*	**80-90**
6	মডিউল এফঃ *এসবি এবং এমএফআই-এর কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন*	**91-106**
9	*বিগত বছরের প্রশ্ন*	**107-112**

Suggestion:

- ***Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.***
- ***Must read short notes from all chapter.***
- ***MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note.***

Important	Details	Number of Question common in previous years
*****	**Module A:** ***Agriculture Finance***	**42**
****	**Module B:** ***Micro Credit and Micro Finance: Evolution, Legal Framework and Products***	**12**
**	**Module C:** ***Micro Financial Institutions (MFIs)***	**3**
*****	**Module D:** ***Working Capital, Special and Priority Sector Financing***	**27**
*****	**Module E:** ***Role of Specialized Banks (SBs) and MFIs in Rural Finance and Pover Alleviation in Bangladesh***	**5**
**	**Module F:** ***Performance Assessment of SBs and MFIs***	**1**

Syllabus-2025

মডিউল-A: কৃষি অর্থায়ন

কৃষি অর্থায়নের প্রকৃতি, পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয়তা; প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস; কৃষি অর্থায়নের প্রকারভেদ – ফসল ও অ-ফসল ভিত্তিক; কৃষি-ভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন – পদ্ধতি ও জামানত; কৃষি অর্থায়নের সমস্যা; কৃষি অর্থায়নে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা; কৃষি ঋণের তদারকি ও পুনরুদ্ধার; পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি অ্যাক্ট; কৃষি অর্থায়নের খাত ও উপখাত; কৃষি ঋণ বিতরণের পদ্ধতি; কৃষি ঋণে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার; কৃষি খাতে ব্যাংকের ভূমিকা; কৃষি ও খামার খাতে অর্থায়নের জন্য নিয়ন্ত্রক নীতিমালা।

মডিউল-B: ক্ষুদ্রঋণ ও মাইক্রোফাইন্যান্স: বিকাশ, আইনি কাঠামো এবং পণ্য

ক্ষুদ্রঋণের ঐতিহাসিক উন্নয়ন; ক্ষুদ্রঋণ ও মাইক্রোফাইন্যান্সের ধারণা; ক্ষুদ্রঋণ ও দারিদ্র্য বিমোচন; বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ সম্পর্কিত সরকারি নীতি ও আইনি কাঠামো; মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ); জামানতের প্রয়োজনীয়তা; জামানতের বিকল্প; সঞ্চয়-আবশ্যিক আমানত ব্যবস্থা; বীমা; পেমেন্ট সেবা; সামাজিক মধ্যস্থতা; উদ্যোগ বিকাশ সেবা।

মডিউল-C: মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান (এমএফআই)

মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য; লক্ষ্য বাজার ও প্রভাব বিশ্লেষণ; প্রাতিষ্ঠানিক, আধা-প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ; প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ও রূপান্তর; বিভিন্ন প্রকার এমএফআই-এর মধ্যে ও ব্যাংক ও এমএফআই-এর মধ্যে সংযোগ; এমএফআই-এর সামাজিক সেবা।

মডিউল-D: কার্যকরী মূলধন, বিশেষ ও অগ্রাধিকার খাত অর্থায়ন

মৎস্য, পোলট্রি, দুগ্ধ খাতে কার্যকরী মূলধনের মূল্যায়ন; উচ্চমূল্য ফসল, টিস্যু কালচার, অয়েল পাম চাষ, নার্সারি, লবণ চাষ, শস্য চাষ, রেশম চাষ, ছাদবাগান, মাশরুম চাষ, পান চাষ ইত্যাদিতে অর্থায়ন; মূল্য শৃঙ্খলা উন্নয়ন; পণ্যমূল্য বাজার গঠন।

মডিউল-E: বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষায়িত ব্যাংক ও এমএফআই-এর ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব), গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা, প্রচেষ্টা, বিআরডিবি এবং পিকেএসএফ – এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ অর্থায়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা।

মডিউল-F: বিশেষায়িত ব্যাংক ও এমএফআই-এর কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন

ঋণ পরিশোধ হার, আর্থিক টেকসইতা, লাভজনকতা, লিভারেজ ও মূলধন পর্যাপ্ততা; ঋণগ্রহীতার টেকসইতা ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান।

মডিউল-এ:
কৃষি অর্থনীতি

প্রশ্ন-০১ কৃষি ঋণ কি? [BPE-96th]

কৃষি ঋণ বলতে কৃষক এবং কৃষি কাজকে সহায়তা করার জন্য আর্থিক পরিষেবাকে বোঝায়। এতে অর্থ ধার দেওয়া, ঋণ প্রদান করা এবং কৃষি খাতের উন্নয়নে আর্থিক পণ্য সরবরাহ করা জড়িত। বাংলাদেশের মতো দেশে কৃষি অর্থনীতি অত্যন্ত। কৃষকদের বীজ, সার এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই আর্থিক সহায়তা খামারগুলিতে বিনিয়োগ করতে, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং মৌসুমী চ্যালেঞ্জগুলি নেভিগেট করতে সক্ষম করে। ব্যাংক এবং ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলির মতো প্রতিষ্ঠানগুলি কৃষি ঋণের সুবিধা দেয় যার লক্ষ্য গ্রামীণ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং কৃষকদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সরঞ্জাম দিয়ে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

প্রশ্ন-০২: কৃষি শিল্প এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক শিল্প কীভাবে একে অপরের থেকে আলাদা এবং কীভাবে তারা কৃষি ঋণের চাহিদাকে প্রভাবিত করতে পারে?

কৃষি শিল্প এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক শিল্প তাদের কার্যক্রম ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভিন্ন। কৃষি খাত প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল, যেখানে চাষাবাদ ও পশুপালন আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। অন্যদিকে, অ-কৃষি শিল্প যেমন উৎপাদন ও সেবা খাত প্রকৃতির পরিবর্তনের তুলনায় কম সংবেদনশীল। এই পার্থক্যগুলো কৃষি ঋণের চাহিদার ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। কৃষকদের বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ কেনার জন্য ঋণের প্রয়োজন হয়, যা মৌসুমি পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, অ-কৃষি ব্যবসাগুলো যন্ত্রপাতি কেনা বা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ঋণ গ্রহণ করে, যার চাহিদা সাধারণত আবহাওয়ার পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে না।

অর্থনৈতিক পরিবর্তন যেমন অ-কৃষি খাতে বিনিয়োগের পরিবর্তন সামগ্রিক ঋণপ্রাপ্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। বাংলাদেশে কৃষি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই এই পার্থক্যগুলো বোঝা নীতিনির্ধারকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা কৃষকদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপযুক্ত ঋণ কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং কৃষিক্ষেত্রে টেকসই প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা সম্ভব।

প্রশ্ন-০৩. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিঋণ কীভাবে অবদান রাখতে পারে? BPE 96
অথবা, কৃষি অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
অথবা, বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষিঋণের বিতরণে এত গুরুত্ব কেন দিয়েছে তা আলোচনা করুন। (BPE-98th)
অথবা, বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে কৃষি ঋণের গুরুত্ব বর্ণনা কর। BPE-97 তম । BPE-5th.

১. **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** কৃষিঋণের মাধ্যমে কৃষকরা উন্নত মানের বীজ ও আধুনিক যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ করতে পারে, যা ফলন বৃদ্ধি ও উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে।
২. **খাদ্য নিরাপত্তা:** কৃষকদের ঋণ দিয়ে সহায়তা করে বাংলাদেশ জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান রেখে কৃষি পণ্যের স্থিতিশীল ও বর্ধিত সরবরাহ নিশ্চিত করে।
৩. **দারিদ্র্য হ্রাস:** ঋণ কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে তাদের কৃষি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয় তৈরি করে দারিদ্র্যের চক্র ভাঙ্গাতে সহায়তা করে।
৪. **বর্ধিত উৎপাদন:** বর্ধিত উৎপাদন গ্রামীণ অর্থনৈতিতে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ তৈরি করে স্থানীয় বাজারকে উদ্দীপিত করে।
৫. **উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি:** কৃষি ঋণ নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ এবং কৃষি খাতের আধুনিকীকরণে অবদান রাখে।
৬. **সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি:** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে যা টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য একটি স্থিতিশীল ভিত্তি প্রদান করে।

প্রশ্ন-০৪। বাংলাদেশের কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর) BPE-96.

১. **জীবিকার সংস্থান:** বাংলাদেশের কৃষি মূলত জীবিকানির্ভর কৃষি যেখানে কৃষকরা বড় আকারের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ফসল ফলায় না তারা ব্যক্তিগত জীবিকার জন্য ফসল ফলায়।
২. **ধানের আধিপত্য:** ধান চাষ হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষির মেরুদন্ড যেখানে ধানক্ষেত আবাদি জমির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে। জনসংখ্যার প্রধান খাদ্য চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন ধানের জাত চাষ করা হয়।

৩. **কালীন উৎপাদন:** বাংলাদেশে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফসল উৎপাদিত হয় যেমন: আমন (বর্ষা), বোরো (শুষ্ক শীত) এবং আউশ (গ্রীষ্ম)। কৃষকরা এই ঋতুকে ঘিরে তাদের ফসল এবং কার্যক্রমের পরিকল্পনা করে।
৪. **জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি:** জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের কৃষি কাজের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং লবণাক্ততা কৃষকদের বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে। এ প্রেক্ষিতে অভিযোজিত ব্যবস্থা এবং স্থিতিস্থাপক কৃষি অনুশীলন অপরিহার্য।
৫. **শ্রমের উপর নির্ভরশীলতা:** এ দেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত। ঐতিহ্যগত পদ্ধতি আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সহাবস্থান করে।
৬. **বৈচিত্র্যময় ফসল:** ধানের পাশাপাশি, কৃষকরা পাট, আখ, ডাল এবং ফল সহ বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করে, যা বৈচিত্র্যময় কৃষি ল্যান্ডস্কেপে অবদান রাখে।

প্রশ্ন-০৫। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা আলোচনা কর।

জিডিপিতে প্রধান অবদানকারী: কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকো রাখে যা মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) যোগ হয় এবং জনসংখ্যার একটি বড় অংশের জন্য জীবিকা সরবরাহ করে।

১. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি: এ** খাতটি কর্মসংস্থানের একটি প্রধান উৎস বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়। এটি লক্ষ লক্ষ কৃষকের জীবিকা বজায় রাখে এবং আনুষঙ্গিক কার্যক্রমকে সমর্থন করে, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে।
২. **খাদ্য নিরাপত্তা:** কৃষক অধিক পরিমানে ধান চাষাবাদের ফলে অধিক উৎপাদন করে জাতির জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
৩. **রপ্তানি আয়:** পাটসহ কৃষিপণ্য রপ্তানি আয়ে অবদান রাখে বৈশ্বিক মঞ্চে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান বাড়ায়।
৪. **গ্রামীণ উন্নয়ন:** কৃষি কার্যক্রম গ্রামীণ উন্নয়নকে উদ্দীপিত করে, অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করে, অবকাঠামো তৈরি করে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।
৫. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়ন:** কৃষি অন্যান্য খাতের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করে, যেমন কৃষি পন্য, ব্যবসা এবং কৃষি-শিল্প, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

প্রশ্ন-০৬. কোভিড-১৯ দ্বারা কৃষি খাত কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল? বর্ণনা করুন। BPE-96

১. **শ্রমের ঘাটতি:** COVID-19 বিধিনিষেধের কারণে কৃষি শ্রমিকের ঘাটতি দেখা দিয়েছে কারণ অভিবাসী শ্রমিকরা তাদের নিজ শহরে ফিরে এসেছে এবং ফসল কাটাতে প্রভাব ফেলেছে।
২. **সাপ্লাই চেইন ব্যাঘাত:** পরিবহন ও বাজারের ব্যাঘাত সাপ্লাই চেইনকে প্রভাবিত করে ফলে ভোক্তাদের কাছে পণ্য পৌঁছাতে বিলম্ব হয় এবং কৃষকদের আয় হ্রাস পায়।
৩. **ইনপুটগুলিতে অ্যাক্সেস:** লকডাউন শৃঙ্খলের কারণে কৃষকরা বীজ, সার এবং কীটনাশকের মতো কৃষি উপকরণগুলি অ্যাক্সেস করতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল।
৪. **বাজার মূল্যের অস্থিরতা:** বাজারের চাহিদা এবং দামের ওঠানামা কৃষকদের আয়কে প্রভাবিত করে তাদের পণ্যের বিক্রয় মূল্য হ্রাসের কারণে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।
৫. **রপ্তানি চ্যালেঞ্জ:** বিভিন্ন বিধি নিষেদের কারনে শাকসবজি এবং ফলের মতো রপ্তানিমুখী ফসল আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় যা বৈদেশিক মুদ্রা আয়কে প্রভাবিত করে।
৬. **সরকারী হস্তক্ষেপ:** সরকার মহামারী চলাকালীন কৃষকদের সহায়তা করার জন্য ত্রাণ ব্যবস্থা এবং কৃষি উদ্দীপনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে ধীরঘতির কারনে কৃষি খাতে বিরুপ প্রভাব পরেছিল।

প্রশ্ন-07। 2041 সাল নাগাদ বাংলাদেশের কৃষি খাতকে স্থুলভাবে প্রভাবিত করতে পারে এমন কিছু ভবিষ্যত পরিস্থিতি কী কী? এই ধরনের পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করার জন্য অর্থায়ন পদ্ধতির কিছু কি হতে পারে?

2041 সালের মধ্যে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন মূলক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং আবহাওয়ার বিরুপ চিত্র এ আসংখার প্রধান কারন। এটি বন্যা, খরা এবং নোনা জলের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ফসলের ক্ষতি করতে পারে। এছাড়াও, দ্রুত নগরায়ন চাষের জমি হ্রাস করতে প্রত্যক্ষ সহায়তা করছে। এগুলি মোকাবেলা করার জন্য, অর্থানৈতিক পদ্ধতির মধ্যে যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা নিম্নরুপঃ

১. **জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক** : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় এমন কৌশল গ্রহণ করতে হবে, যা ফসল উৎপাদনে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে।
২. **প্রযুক্তির ব্যাবহার বৃদ্ধি** : প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের দক্ষতা বাড়াতে হবে এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির জন্য অর্থায়ন বাড়াতে হবে।
৩. **বীমা প্রকল্প** : প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য বীমা প্রদান করা।

৪. **টেকসই তহবিল গঠন:** পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ বান্ধব কৃষিকে সমর্থন করা এবং কৃষি তহবিল গঠন করা।
৫. **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ :** কৃষকদের কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষিত করার জন্য কৃষি প্রশিক্ষন কর্মসূচি চালু করা।

এই পন্থাগুলি বাংলাদেশের ভবিষ্যত কৃষি চ্যালেঞ্জগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে এবং প্রশমিত করতে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন-08। আমাদের দেশে কৃষি ঋণ ব্যবস্থা প্রকৃতি কেমন? BPE-99th.

১. **উদ্দেশ্য/ লক্ষ:** কৃষক এবং কৃষি ব্যবসায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।
২. **ঋণের প্রকার :** শস্য ঋণ, সরঞ্জাম অর্থায়ন, এবং স্টোরেজ সুবিধার অর্থায়ন অন্তর্ভুক্ত।
৩. **সূত্র :** ব্যাংক, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী অফিস হতে ঋণ দেওয়া হয়।
৪. **সুদের হার :** কৃষি উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে অন্যান্য খাতের তুলনায় কম সুদের হারে ঋণ প্রদান করে।
৫. **প্রভাব :** কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং কৃষকদের আয় বাড়াতে সাহায্য করে।
৬. **চ্যালেঞ্জ :** আবহাওয়ার অনিশ্চয়তার কারণে গ্রামীণ এলাকায় সীমিত প্রবেশাধিকার এবং উচ্চ ঋণ পরিশোধের ঝুঁকি থাকে।

প্রশ্ন-09। কৃষি-অর্থায়নে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? এই সমস্যাগুলি কীভাবে কমানো যায় তা ব্যাখ্যা করুন।
কৃষি-অর্থায়নের সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. **সীমিত অ্যাক্সেস :** ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঋণদাতা প্রাতিষ্ঠানের কঠোর নীতিমালার কারনে কৃষকরা ঋণ পেতে এক প্রকার লড়াই করতে হয়।
২. **উচ্চ সুদের হার :** কৃষি ঋণের সুদ উচ্চ হলে কৃষকদের ঋণ পরিশোধ ব্যয়বহুল করে তোলে।
৩. **সচেতনতার অভাব :** কৃষকরা আর্থিক পরিষেবা সম্পর্কে জানেন না।

এই সমস্যাগুলি কমাতে:

১. **সহজ প্রক্রিয়া :** ঋণ প্রক্রিয়া সহজ এবং আরও নমনীয় করতে হবে।
২. **নিম্ন সুদের হার :** সুদের হার কমাতে হবে।
৩. **শিক্ষা/ সচেতনতা বৃদ্ধি:** কৃষকদের ঋণ সম্পর্কে এবং এর কার্যকর ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
৪. **সরকারী সহায়তা :** কৃষকদের সাহায্য করার জন্য সরকারী কর্মসূচি এবং ভর্তুকি বাড়াতে হবে।

প্রশ্ন-10। বাংলাদেশের জন্য কৃষি ক্ষেত্রে উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলো কী কী? ব্যাংকগুলি কীভাবে সেই চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে কাজ করতে পারে?
বাংলাদেশের কৃষিতে উদীয়মান চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যেমন বন্যা ও খরা, মাটির উর্বরতা হ্রাস এবং পানিতে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পুরানো চাষের কৌশল এবং ছোট কৃষকদের জন্য অর্থের সরবরাহের অভাবের সমস্যাও রয়েছে।

ব্যাংকগুলি নিম্নোক্ত চ্যালেঞ্জগুলির উত্তর দিতে পারে:

১. **আধুনিক যন্ত্রপাতির জন্য ঋণ প্রদান :** উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কৃষকদের উন্নত সরঞ্জাম কিনতে সাহায্য করা।
২. **ক্ষুদ্রঋণ প্রদান :** ক্ষুদ্র ঋণ ক্ষুদ্র মাপের কৃষকদের তাদের কৃষি পদ্ধতি উন্নত করতে সহায়তা করা।
৩. **জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক কৃষিতে বিনিয়োগ :** বিরূপ আবহাওয়া সহ্য করতে পারে এমন কৃষি পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা।
৪. **টেকসই চাষের জন্য অর্থায়ন :** আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব কৃষিকে উৎসাহিত করা।
৫. **শিক্ষামূলক কর্মসূচী :** আধুনিক কৃষি কৌশল এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করা।

এই পদক্ষেপগুলি কৃষকদের আধুনিক চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে এবং বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।

প্রশ্ন-১১। বাংলাদেশে কৃষি অর্থায়নের উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন ।
বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি অর্থায়নের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকদের প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করে। এই ঋণ কৃষকদের বীজ, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কিনতে সাহায্য করে, তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। ব্যাংকগুলি ক্ষুদ্রঋণের বিকল্পগুলিও অফার করে, যাদের ক্ষুদ্র ঋণের পরিমাণ প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য নীতি ও নির্দেশিকা নির্ধারণ করে। এটি নিশ্চিত করে যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তাদের ঋণের একটি নির্দিষ্ট অংশ কৃষিতে বরাদ্দ করে। উপরন্তু, এটি কৃষকদের সহায়তা করার জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম এবং পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প চালু করে, বিশেষ করে সংকট বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে।
একত্রে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিশ্চিত করে যে কৃষি খাত পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা পায়, যা বাংলাদেশের কৃষির বৃদ্ধি এবং স্থায়িত্বের জন্য অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন-12। জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে বাংলাদেশের কৃষি খাতকে প্রভাবিত করছে এবং প্রভাবিত করতে পারে? জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি কী? কেন এটা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:

১. **একাধিক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়** : ফসলের ক্ষতি করে ফলনকে অধিক পরিমানে প্রভাবিত করে।
২. **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা** : চাষযোগ্য জমি হ্রাস করে মাটির লবণাক্ততা বাড়ায়।
৩. **ভবিষ্যৎ প্রভাব** : বিরুপ আবহাওয়া মাটির উর্বরতা হ্রাস করে।

জলবায়ু-স্মার্ট এগ্রিকালচার (CSA):

১. **বর্ধিত উৎপাদনশীলতা** : ভালো ফলনের জন্য উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করা।
২. **জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন** : সহনশীল জাতের ফসল ও উন্নত চাষ পদ্ধতি গ্রহণ করা।
৩. **কম নির্গমন** : পরিবেশ বান্ধব কৌশল গ্রহন করা।

বাংলাদেশের জন্য CSA এর গুরুত্ব:

১. **খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা** : জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খামারকে খাপ খাইয়ে নেয়।
২. **অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব** : কৃষকদের জীবিকাকে সমর্থন করে।
৩. **পরিবেশ সুরক্ষা** : বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সহায়তা করে।

প্রশ্ন-13। কিভাবে মডেম কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সাহায্য করে? BPE-97 তম।

কৃষির দক্ষতা এবং স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আধুনিক কৃষি সরঞ্জামের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিভাবে এ নিয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

১. **নির্ভুল চাষের সরঞ্জাম** : জিপিএস-চালিত ট্রাক্টর ও ড্রোনের মতো প্রযুক্তি রোপণ, সেচ ও সার প্রয়োগে সহায়তা করে, অপচয় কমায় এবং সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে—যা পানি সংকট ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তিত ধরন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ।
২. **জল-দক্ষ সেচ ব্যবস্থা** : ড্রিপ এবং স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থার মতো প্রযুক্তিগুলি সরাসরি গাছের শিকড়ে জল সরবরাহ করে, বাষ্পীভবন এবং স্রোত হ্রাস করে, খরা-প্রবণ এলাকায় জল সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৩. **স্থিতিস্থাপক ফসলের চাষ** : স্থিতিস্থাপক ফসলের জাত রোপণে সহায়তা করে এমন যন্ত্রপাতিগুলি পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করতে পারে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।
৪. **হ্রাসকৃত কার্বন ফুটপ্রিন্ট** : শক্তি-দক্ষ মেশিনগুলি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কম করে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রশমন প্রচেষ্টায় অবদান রাখে।

এই প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করে, কৃষকরা জলবায়ু পরিবর্তনশীলতার মুখে উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে এবং বৃদ্ধি করতে পারে, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবিকা রক্ষা করতে পারে।

প্রশ্ন-14। বাংলাদেশে কার কৃষি ঋণ দরকার? বাংলাদেশে কৃষি অর্থায়নের ওপর নীতিনির্ধারকরা কেন এত জোর দিচ্ছেন? বাংলাদেশে কৃষি ঋণের গুরুত্ব লিখুন

বাংলাদেশে কার কৃষি ঋণের প্রয়োজন:

১. **ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক** : তাদের বীজ, সার এবং সরঞ্জামের জন্য তহবিল প্রয়োজন।
২. **মাঝারি এবং বৃহৎ মাপের কৃষক** : তাদের কৃষি কার্যক্রমকে আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য ঋণ প্রয়োজন।
৩. **কৃষি উদ্যোক্তা** : কৃষি, প্রক্রিয়াকরণ এবং সংশ্লিষ্ট খাতে স্টার্টআপ বৃদ্ধি করা জরুরী।

নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব:

১. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি** : বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য কৃষি গুরুত্বপূর্ণ; এতে বিনিয়োগ সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি বাড়ায়।
২. **খাদ্য নিরাপত্তা** : জনসংখ্যাকে খাদ্য সরবরাহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৩. **কর্মসংস্থান** : কৃষি কর্মশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য শ্রমীক নিয়োগ করে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়তা করে।
৪. **গ্রামীণ উন্নয়ন** : গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং দারিদ্র্য হ্রাস করার ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা রাখে।

ব্যবহারকারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব:

১. **কৃষি সারঞ্জাম ক্রয়** : ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে কৃষক তার প্রয়োজনীয় কৃষি সারঞ্জাম ক্রয় করে সাবলীলভাবে ফসল ফলাতে পারে।
২. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা** : এ ঋণ খারাপ আবহাওয়া বা ফসলের কম উৎপাদনের মতো অনিশ্চয়তা মোকাবেলায় সহায়তা করে।
৩. **আয়ের উন্নতি** : এটি উৎপাদনশীলতা এবং লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। ।
৪. **প্রযুক্তিগত অগ্রগতি** : আধুনিক চাষের কৌশল গ্রহণের সুবিধা দেয়।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কৃষি খাতে যারা আছে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য উভয় ক্ষেত্রেই কৃষি ঋণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-15। বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষি অর্থের প্রধান উৎস কি? সীমাবদ্ধতা সহ বর্ণনা করুন। BPE-97 তম ।

গ্রামীণ বাংলাদেশের কৃষিখাতে অর্থায়নের প্রধান উৎসগুলো হলো:

1. **সরকারি ব্যাংক:** যেমন **বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক**, যা কম সুদে কৃষি ঋণ প্রদান করে। **সীমাবদ্ধতা:** ব্যাংকের শাখা সংখ্যা কম এবং ঋণ প্রক্রিয়ায় জটিলতা থাকে।
2. **মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান (MFIs):** যেমন **গ্রামীণ ব্যাংক**, যা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে। **সীমাবদ্ধতা:** প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় সুদের হার বেশি।
3. **বেসরকারি সংস্থা (NGOs):** সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি ঋণ প্রদান করে। **সীমাবদ্ধতা:** সকল প্রকার কৃষি ঋণ চাহিদা পূরণ করতে পারে না।
4. **কো-অপারেটিভ (সমবায় সমিতি):** সদস্যদের অর্থ একত্রিত করে ঋণ প্রদান করে। **সীমাবদ্ধতা:** মূলধনের সীমাবদ্ধতা থাকে এবং সদস্যদের অর্থের ওপর নির্ভরশীল।
5. **অনানুষ্ঠানিক ঋণদাতা:** যেমন মহাজন ও ফড়িয়া, দ্রুত ঋণ প্রদান করে। **সীমাবদ্ধতা:** অত্যধিক সুদের হার এবং ঋণের চাপে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

প্রতিটি উৎস কৃষি খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তবে **অ্যাক্সেস, খরচ, এবং ঋণের পরিমাণ** সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা কৃষকদের জন্য বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

প্রশ্ন-16. কৃষিঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য কোন পদক্ষেপ ও প্রণোদনা কার্যকর ভূমিকা পালন করবে? BPE-97 তম ।

বাংলাদেশে কৃষি ঋণ পুনরুদ্ধার করতে কার্যকরভাবে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

১. **নমনীয় পরিশোধের স্কিম** : কৃষি চক্রের সাথে ঋণ পরিশোধের সময়সূচী সারিবদ্ধ করা কৃষকদের উপর বোঝা কমিয়ে দেবে এবং ঋণ পরিশোধের হার উন্নত করবে।
২. **সুদের হার হ্রাস করণ:** সুদের হার কমানো কৃষকদের সময়মতো পরিশোধে উৎসাহ প্রদান করে তাই নিম্ন সুদের হার ধার্য করতে হবে।
৩. **শস্য বীমা** : ফসলের ব্যর্থতা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে বীমা প্রদান করলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কৃষকদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা সুরক্ষিত হবে।
৪. **সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচী** : আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং বাজার কৌশল সম্পর্কে কৃষকদের শিক্ষিত করা তাদের লাভজনকতা এবং ঋণযোগ্যতা বাড়াতে পারে।
৫. **ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি চালু করা** : মোবাইল ব্যাংকিং বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের প্রক্রিয়া সহজ করা সুবিধা বাড়াতে পারে এবং ডিফল্ট হার কমাতে সহায়তা করে।
৬. **ঋণ পুনর্গঠন** : আর্থিক অসুবিধার সময় বিদ্যমান ঋণ পুনর্গঠনের বিকল্প প্রদান করা কৃষকদের তাদের ঋণ আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করতে পারে।

এই পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়ন করা কৃষি ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে, বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য কৃষি পদ্ধতির স্থায়িত্ব এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।

প্রশ্ন-১৭। আপনি কি মনে করেন যে সময়মত ঋণ বিতরণ কৃষি ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য সহায়ক হবে? BPE-97 তম ।

হ্যাঁ, সময়মত ঋণ বিতরণ বাংলাদেশে কৃষি ঋণ পুনরুদ্ধার এবং স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষকরা যখন সঠিক মুহূর্তে ঋণ পায় তারা ফসলের মৌসুমের শুরুতে বীজ, সার এবং সেচের মতো প্রয়োজনীয় উপকরণগুলিতে বিনিয়োগ করবে। এই সময়োপযোগী বিনিয়োগ ভাল ফসলের ফলন, উচ্চ আয়, এবং ফলস্বরূপ, ঋণ পরিশোধের একটি বর্ধিত ক্ষমতার দিকে পরিচালিত করে, ক্রেডিট ব্যবহার এবং পরিশোধের একটি ইতিবাচক চক্র তৈরি করে।

সময়মত ঋণ বিতরণ কৃষকদের মৌসুমি সুযোগ কাজে লাগাতে সাহায্য করে, উচ্চ সুদের অনানুষ্ঠানিক ঋণ থেকে রক্ষা করে এবং দেরিতে উপকরণ পাওয়ার কারণে ফসল উৎপাদনের ঝুঁকি কমায়। এটি কৃষক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি করে নিয়মিত ঋণ পরিশোধ এবং পুনরায় ঋণ গ্রহণকে উৎসাহিত করে। অতএব, যখন কৃষকদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখন ঋণ প্রদান নিশ্চিত করা কৃষি খাত এবং ঋণ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য।

প্রশ্ন-18। "কৃষি ঋণ বিতরণ এবং পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাংক কর্মকর্তাদের সচেতনতা এবং প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ" বিবৃতিটিকে সমর্থন করুন। BPE-97 তম ।

ব্যাংক কর্মকর্তাদের সচেতনতা এবং প্রশিক্ষণ কার্যকরী বিতরণ এবং কৃষি ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি শক্তিশালী কৃষি অর্থ বাস্তুতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে কাজ করে। সুপরিচিত কর্মকর্তারা কৃষি সেক্টরের অনন্য চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জগুলি বোঝেন, তাদের আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবাগুলি তৈরি করতে সক্ষম করে যা কৃষি কার্যক্রমের মৌসুমী এবং চক্রাকার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কৃষি চর্চা, ঝুঁকি এবং বাজারের গতিশীলতার গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকার মাধ্যমে, এই কর্মকর্তারা খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে ঋণযোগ্যতা এবং উপযুক্ত ঋণের শর্তাবলী সম্পর্কে অবগত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

অধিকন্তু, প্রশিক্ষিত ব্যাংক কর্মীরা কৃষকদের মূল্যবান দিকনির্দেশনা দিতে পারেন, তাদের তহবিলের ব্যবহার অনুকূল করতে, টেকসই কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করতে এবং তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারেন। এটি শুধুমাত্র ঋণ পরিশোধের হারকে উন্নত করে না বরং ব্যাংকিং সেক্টর এবং কৃষি সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা ও অংশীদারিত্বের সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে, যা শেষ পর্যন্ত সেক্টরের সামগ্রিক বৃদ্ধি এবং স্থিতিস্থাপকতায় অবদান রাখে।

প্রশ্ন-19। বাংলাদেশে কৃষিঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস কী কী? কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি কী কী?

বাংলাদেশে কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস:

১. **বাণিজ্যিক ব্যাংক** : সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক ঋণ প্রদান করে।
২. **ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান** : যেমন গ্রামীণ ব্যাংক, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে।
৩. **সমবায়** : কৃষকদের ঋণ প্রদানকারী সদস্য-ভিত্তিক সংগঠন।
৪. **বাংলাদেশ ব্যাংক** : কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচিও অফার করে।

অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস:

১. **অর্থ ঋণদাতা** : ব্যক্তিরা ঋণ প্রদান করে, এর সুদের হার সাধারনত উচ্চ হয়।
২. **ব্যবসায়ী এবং মধ্যস্বত্বভোগী** : ক্রেডিট প্রদান, সাধারণত তাদের কাছে পণ্য বিক্রির সাথে যুক্ত।
৩. **বন্ধু এবং পরিবার** : আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই ব্যক্তিগত ঋণ।

প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের সুবিধা:

১. **নিম্ন সুদের হার** : সাধারণত, অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের চেয়ে বেশি সাশ্রয়ী।
২. **নির্ভরযোগ্যতা** : নিয়ন্ত্রিত ও অধিক নিরাপদ।
৩. **বড় ঋণের পরিমাণ** : যথেষ্ট বিনিয়োগের জন্য বড় ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা।
৪. **অতিরিক্ত পরিষেবা** : যেমন আর্থিক পরামর্শ এবং সহায়তা।

প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের অসুবিধাঃ

১. **কঠোর যোগ্যতার মানদণ্ড** : কিছু কৃষকের জন্য ঋণের যোগ্যতা অর্জন করা কঠিন হয়।
২. **জটিল প্রক্রিয়া** : আবেদন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ হতে পারে।
৩. **জামানতের প্রয়োজনীয়তা।** : প্রায়ই ঋণের বিপরীতে নিরাপত্তা বা জামানত প্রদান করতে হবে যা কৃষকের জন্য অসাধ্য হয়ে পরে।

প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ দীর্ঘমেয়াদে আরও নিয়ন্ত্রিত এবং উপকারী, তবে তাদের অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং পদ্ধতিগুলি বাংলাদেশের কিছু কৃষকের জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

প্রশ্ন-20। কেন উচ্চ সুদের হার সত্ত্বেও কৃষকরা অনানুষ্ঠানিক উৎস থেকে কৃষি ঋণ বেছে নেয়?

সুদের হার অধিক হওয়া সত্তেও বাংলাদেশের কৃষকরা বিভিন্ন কারণে অর্থঋণদাতার মতো অনানুষ্ঠানিক উৎস থেকে কৃষি ঋণ বেছে নেয়। কারনগুলো নিম্নরুপ:

১. **সহজ প্রাপ্য** : অনানুষ্ঠানিক উৎসগুলি হতে ঋণ সহজেই পাওয়া যায় বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় যেখানে ব্যাংক একেবারেই অনুপুস্থিত।
২. **কম অনুষ্ঠানিকতা** : তাদের ন্যূনতম ডকুমেন্টেশন প্রয়োজন যা প্রক্রিয়াটিকে দ্রুত এবং সহজ করে তোলে।
৩. **কোন জামানত প্রয়োজন নেই** : অনানুষ্ঠানিক ঋণদাতারা সাধারণত জামানত চায়না যা ক্ষুদ্র মাপের বা দরিদ্র কৃষকদের জন্য সহায়ক যাদের সম্পদ নেই।
৪. **ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে নমনীয়তা** : অনানুষ্ঠানিক ঋণদাতারা সাধারনত কৃষকের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আরো নমনীয় পরিশোধের শর্তাদি প্রদান করে।
৫. **তাৎক্ষণিক নগদ** : তারা দ্রুত নগদ প্রদান করে, যা জরুরী বা জরুরী প্রয়োজনের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও এই সুবিধাগুলি অনানুষ্ঠানিক উৎসগুলিকে আকষণীয় করে তোলে, উচ্চ সুদের হার কৃষকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক অসুবিধার কারণ হতে পারে।

প্রশ্ন-২১। কৃষি ঋণের অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি কী কী ?

কৃষি ঋণের অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের সুবিধাঃ

১. **দ্রুত অ্যাক্সেস** : তারা বিলম্ব ছাড়াই দ্রুত ঋণ প্রদান করে।
২. **সহজ প্রক্রিয়া** : কম কাগজপত্র এবং কম আনুষ্ঠানিকতা পালন করে।
৩. **কোন জামানতের প্রয়োজন নেই** : যাদের সম্পদ নেই তাদের জন্য সহায়ক।
৪. **নমনীয়তা** : কৃষকের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত ঋণ পরিশোধের শর্তাবলী দিয়ে থাকে।
৫. **প্রাপ্যতা** : প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য।

অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের অসুবিধাঃ

১. **উচ্চ সুদের হার** : ঋণ ফাঁদ হতে পারে।
২. **নিয়ন্ত্রণের অভাব** : শোষণ এবং অন্যায্য অনুশীলনের ঝুঁকি বাড়ায়।
৩. **স্বল্পমেয়াদী ত্রাণ, দীর্ঘমেয়াদী বোঝা** : তাৎক্ষণিক সাহায্য কিন্তু পরে আর্থিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
৪. **কোনও অতিরিক্ত পরিষেবা নেই** : ব্যাংকগুলির মতো নয়, তারা নির্দেশিকা বা সহায়তা পরিষেবাগুলি অফার করে না।
৫. **অপ্রত্যাশিত শর্তাবলী** : শর্তাবলী পরিবর্তন হতে পারে, অনিশ্চয়তা যোগ করতে পারে।

যদিও অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলি তহবিলের সহজ এবং দ্রুত প্রবেশের প্রস্তাব দেয় যা উচ্চ খরচ এবং কৃষকদের জন্য সম্ভাব্য আর্থিক অস্থিতিশীলতার মতো ঝুঁকি নিয়ে আসে।

প্রশ্ন-22। মেয়াদের উপর ভিত্তি করে কৃষি ঋণের ধরন কি কি? উদ্দেশ্য ভিত্তিক কৃষি ঋণের ধরন কি কি? অথবা আপনি স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী কৃষিঋণ দ্বারা কী বোঝেন? উদাহরণ দিন।

অথবা, স্বল্পমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী কৃষি ঋণ বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দিন। (BPE-98th, BPE-99th)

মেয়াদের উপর ভিত্তি করে কৃষি ঋণের ধরন:

১. **স্বল্পমেয়াদী ঋণ** : বীজ বা সার কেনার মতো তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের জন্য। সাধারণত এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করা হয়।
২. **মধ্যমেয়াদী ঋণ** : সরঞ্জাম কেনার জন্য বা ছোট আকারের জমির উন্নতির জন্য। পরিশোধের সময়কাল 1 থেকে 5 বছর পর্যন্ত।
৩. **দীর্ঘমেয়াদী ঋণ** : জমি কেনা বা স্টোরেজ সুবিধা নির্মাণের মতো উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের জন্য। পরিশোধের মেয়াদ 5 বছরের বেশি হতে পারে।

উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে কৃষি ঋণের ধরন:

১. **উৎপাদন প্রয়োজনে দৈনন্দিন খরচ** : প্রতিদিনের কৃষি খরচ যেমন বীজ, সার এবং শ্রমের জন্য।
২. **বিনিয়োগ ঋণ** : যন্ত্রপাতি, জমি, বা অবকাঠামো উন্নয়নের মতো সম্পদ কেনার জন্য।
৩. **বিপণন ঋণ** : পণ্য সংরক্ষণ এবং বিক্রয় সম্পর্কিত খরচ সমর্থন করার জন্য।
৪. **কনজাম্পশন ঋণ** : কৃষকের পরিবারের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য, বিশেষ করে অফ-সিজনে।

এই বিভাগগুলি কৃষকদের বিভিন্ন আর্থিক চাহিদা এবং সেই অনুযায়ী দর্জি ঋণ পরিষেবাগুলি বুঝতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন-23। কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন কি? কৃষিভিত্তিক প্রকল্পের জন্য বিতরণ করা অর্থ কি বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি অর্থ হিসাবে বিবেচিত হয়?

কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন বলতে বোঝায় কৃষি সম্পর্কিত প্রকল্পের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এর মধ্যে রয়েছে কৃষি ব্যবসা স্থাপন বা সম্প্রসারণের জন্য তহবিল, যেমন খামার, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট বা কৃষি পণ্য নিয়ে কাজ করে এমন অন্যান্য উদ্যোগ।

বাংলাদেশে, এই কৃষি-ভিত্তিক প্রকল্পগুলির জন্য বিতরণ করা অর্থকে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি অর্থ হিসাবে বিবেচনা করে। এই শ্রেণীবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি কৃষি খাতকে সমর্থন ও বৃদ্ধির জন্য ব্যাংকের উদ্দেশ্যগুলির সাথে সারিবদ্ধ করে যা দেশের অর্থনীতির একটি মূল অংশ।

এই তহবিলগুলিকে কৃষি অর্থ হিসাবে বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক নিশ্চিত করে যে কৃষি খাতে পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছে এর উন্নয়নের প্রচার করা হচ্ছে এবং ক্ষুদ্র কৃষক থেকে বৃহত্তর কৃষিব্যবসায় যারা কৃষির সাথে জড়িত তাদের জীবনযাত্রার উন্নতিতে সহায়তা করছে।

প্রশ্ন-24। বাংলাদেশ ব্যাংক কিভাবে পুনঃঅর্থায়নের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়নে সহায়তা করে?

বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন নামক একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়নে সহায়তা করে। সহজ শর্তে এটি কীভাবে কাজ করে তা এখানে:

১. **ব্যাংকে তহবিল প্রদান** : বাংলাদেশ ব্যাংক কম সুদে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে অর্থ প্রদান করে।
২. **ব্যাংকগুলি কৃষক/কৃষি ব্যবসাকে ঋণ দেয়** : এই ব্যাংকগুলি তারপরে এই অর্থ কৃষক বা কৃষি-ভিত্তিক ব্যবসাগুলিকে তাদের প্রকল্পগুলির জন্য ঋণ দেয়।
৩. **সাশ্রয়ী ঋণ** : যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংক কম হারে তহবিল অফার করে, তাই ব্যাংকগুলি কৃষকদের আরও সাশ্রয়ী মূল্যে ঋণ প্রদান করতে পারে।
৪. **কৃষি প্রকল্পগুলিকে উৎসাহিত করা** : এটি কৃষির লোকেদের জন্য একটি খামার শুরু করা, সরঞ্জাম কেনা বা প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপনের মতো প্রকল্পগুলিকে অর্থায়ন করা সহজ করে তোলে।
৫. **পরিশোধ এবং পুনর্ব্যবহার** : একবার এই ঋণ পরিশোধ করা হলে, অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে ফিরে যায়, যা পরবর্তীতে আরও প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য আবার ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই পুনঃঅর্থায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যকরভাবে আর্থিক সম্পদকে আরও সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী করে কৃষি খাতকে শক্তিশালী করে।

প্রশ্ন-25। কেন কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ?

কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন বিভিন্ন কারণে কৃষি উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

১. **বিনিয়োগ সক্ষম করে** : নতুন প্রযুক্তি এবং সেচ ব্যবস্থা বা স্টোরেজ সুবিধার মতো অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সহ কৃষক এবং কৃষিব্যবসায়কে প্রদান করে।

২. **উৎপাদনশীলতা বাড়ায়** : উন্নত সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষকরা ফসলের ফলন বাড়াতে এবং গুণমান উন্নত করতে পারে।

৩. **ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদনে উৎসাহিত করা** : কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের শস্য বা চাষ পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করে, যা ঝুঁকি কমাতে পারে এবং আয়ের উৎস বাড়াতে পারে।

৪. **মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা** : কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়ন কৃষি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করতে পারে।

৫. **স্থায়িত্ব বাড়ায়** : অর্থায়ন পরিবেশ বান্ধব এবং টেকসই চাষাবাদকেও সমর্থন করতে পারে।

৬. **কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে** : কৃষিভিত্তিক প্রকল্পগুলি গ্রামীণ এলাকায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

এইভাবে, কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন হচ্ছে কৃষির আধুনিকীকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি।

প্রশ্ন-২৬। কৃষি অর্থায়নের পদ্ধতি কি কি? কিভাবে ব্যাংক ভাল ঋণগ্রহীতা নির্ধারণ?

কৃষি অর্থায়নের পদ্ধতিতে সাধারণত কয়েকটি ধাপ জড়িত থাকে:

১. **আবেদন জমা** : কৃষক বা কৃষি ব্যবসার মালিকরা তাদের প্রকল্প বা প্রয়োজনের বিশদ বিবরণ দিয়ে একটি ব্যাংকে একটি ঋণের আবেদন জমা দেন।

২. **নথি যাচাই** : ব্যাংকগুলি জমির রেকর্ড, পরিচয় প্রমাণ এবং প্রকল্প পরিকল্পনার মতো নথিগুলি পরীক্ষা করে।

৩. **প্রস্তাবের মূল্যায়ন** : ব্যাংকগুলি প্রস্তাবিত কৃষি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা এবং লাভজনকতা মূল্যায়ন করে।

৪. **ক্রেডিট হিস্টোরি চেক** : ব্যাংকগুলি তাদের অতীতের ঋণ পরিশোধের মূল্যায়ন করতে ঋণগ্রহীতার ক্রেডিট ইতিহাস পর্যালোচনা করে।

৫. **সমান্তরাল মূল্যায়ন** : প্রয়োজন হলে, ব্যাংকগুলি জামানত (যেমন জমি বা সরঞ্জাম) মূল্যায়ন করে যা ঋণকে সুরক্ষিত করে।

৬. **ঋণ অনুমোদন এবং বিতরণ** : সবকিছু সন্তোষজনক হলে, ব্যাংক ঋণ অনুমোদন করে এবং তহবিল বিতরণ করে।

একটি ভাল ঋণগ্রহীতা নির্ধারণ করতে, ব্যাংকগুলি বিবেচনা করে:

১. **ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা** : আয় এবং ব্যয়ের ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা।

২. **অতীতের ঋণ ইতিহাস** : ঋণ পরিশোধের অতীত রেকর্ড যাচাই করা।

৩. **প্রকল্পের কার্যকারিতা** : কৃষি প্রকল্পের সম্ভাব্য সাফল্য এবং লাভজনকতা।

৪. **সমান্তরাল** : জমা দেওয়া জামানতের মূল্য এবং নিরাপত্তা।

একজন ভাল ঋণগ্রহীতা সাধারণত এমন একজন ব্যক্তি যার একটি শক্তিশালী ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা, একটি ইতিবাচক ক্রেডিট ইতিহাস, একটি কার্যকর প্রকল্প পরিকল্পনা এবং পর্যাপ্ত জামানত রয়েছে তার উপর নিভর করে।

প্রশ্ন-27। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র খামার হোল্ডিং অর্থায়নে কেন জামানত নিরুৎসাহিত করা হয়।

বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে ছোট খামারের অর্থায়নে জামানত নিরুৎসাহিত করা হয়:

১. **সম্পদের অভাব** : ছোট কৃষকদের জামানত হিসাবে অফার করার জন্য যথেষ্ট মূল্যবান সম্পদ থাকে না। যদি জামানত প্রয়োজন হয় এটি তাদের পক্ষে ঋণ সুরক্ষিত করা কঠিন করে তোলে ।

২. **জমি হারানোর ঝুঁকি** : জমিকে জামানত হিসাবে ব্যবহার করা ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ঋণ ফেরত দিতে না পারলে, তাদের জীবিকা চালানোর প্রধান সম্পদটি হারানোর ঝুঁকি থাকে।।

৩. **জামানত** : জামানতের প্রয়োজনীয়তা অনেক ছোট কৃষককে কৃষি ঋণ থেকে বাদ দিতে পারে কারণ তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সম্পদ নাও থাকতে পারে।

৪. **ইক্যুইটি উন্নীত করা** : সমান্তরাল প্রয়োজনীয়তা এড়ানো আর্থিক পরিষেবাগুলিকে সমস্ত কৃষকদের কাছে তাদের সম্পদ বা সম্পদের মালিকানা নির্বিশেষে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করে।

৫. **ছোট আকারের কৃষিকাজকে উৎসাহিত করা :** জামানতের প্রয়োজন না করে, ব্যাংকগুলি আরও বেশি লোককে ছোট আকারের কৃষিকাজে নিয়োজিত করতে উৎসাহিত করে যা বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এইভাবে, জামানতকে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য ঋণ আরও সহজলভ্য করার লক্ষ্য রাখে।

প্রশ্ন-২৮। কিভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যখন এটি সরাসরি কৃষকদের একটি পয়সা বিতরণ করতে পারে না?

বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে ছোট খামারের অর্থায়নে জামানত নিরুৎসাহিত করা হয়:

১. **সম্পদের অভাব :** ছোট কৃষকদের জামানত হিসাবে যথেষ্ট সম্পদ থাকে না। জামানত প্রয়োজন হলে এটি তাদের পক্ষে ঋণ সুরক্ষিত করা কঠিন করে তোলে।

২. **জমি হারানোর ঝুঁকি :** জমিকে জামানত হিসাবে ব্যবহার করা ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। যদি তারা ঋণ পরিশোধ করতে না পারে তাহলে তারা তাদের জীবিকার প্রাথমিক উপায় হারাতে পারে।

৩. **জামানত :** জামানত প্রয়োজন অনেক ছোট কৃষককে ক্রেডিট অ্যাক্সেস থেকে বাদ দিতে পারে, কারণ তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সম্পদ নাও থাকতে পারে।

৪. **ইক্যুইটি উন্নীত করা :** সমান্তরাল প্রয়োজনীয়তা এড়ানো আর্থিক পরিষেবাগুলিকে সমস্ত কৃষকদের কাছে তাদের সম্পদ বা সম্পদের মালিকানা নির্বিশেষে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করে।

৫. **ছোট আকারের কৃষিকাজকে উৎসাহিত করা :** জামানতের প্রয়োজন না করে ব্যাংকগুলি আরও বেশি লোককে ছোট আকারের কৃষিকাজে নিয়োজিত করতে উৎসাহিত করে যা বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এইভাবে, জামানতকে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যগুলিকে চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য ঋণ আরও সহজলভ্য করার লক্ষ্য রাখে।

প্রশ্ন-২৯। বাংলাদেশে কৃষি অর্থায়নে ব্যাংকের গুরুত্ব কত?

বাংলাদেশে কৃষি অর্থায়নে ব্যাংকগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তাদের গুরুত্ব নিম্নরূপ বর্ণনা করা হলো:

১. **প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করা :** বীজ, সার, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য কৃষি প্রয়োজনীয়তা কেনার জন্য ব্যাংকগুলি কৃষকদের ঋণ প্রদান করে।

২. **আধুনিকীক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সহায়ক :** তারা নতুন প্রযুক্তি এবং পদ্ধতির অর্থায়নে সহায়তা করে যা চাষের দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা উন্নত করে।

৩. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা :** ব্যাংক থেকে ঋণ কৃষকদের শস্য ব্যর্থতা বা বাজারের ওঠানামার মতো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে।

৪. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা :** কৃষিকে সহায়তা করে, ব্যাংকগুলি বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

৫. **উন্নয়নে ভূমিকা রাখা :** ব্যাংক ঋণ কৃষকদের ফসলের বৈচিত্র্য আনতে, নতুন চাষের কৌশল ব্যবহার করতে এবং মূল্য সংযোজন কৃষি কার্যক্রমে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করতে পারে।

৬. **অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং অন্তর্ভুক্তি :** ব্যাংকগুলি বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে, এমনকি প্রত্যন্ত বা ছোট আকারের কৃষকদের কাছেও অর্থ অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে।

সংক্ষেপে বলা যায়, বাংলাদেশের কৃষকদের অর্থনৈতিক মঙ্গল নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং কৃষি খাতের ক্ষমতায়নের জন্য ব্যাংকগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-30। কৃষি অর্থায়নে মনিটরিং এবং পুনরুদ্ধারের গুরুত্ব কী? বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষিঋণ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য কী ?
অথবা, কৃষিঋণ পুনরুদ্ধারের গুরুত্ব উল্লেখ কর। BPE-97 তম ।

কৃষি অর্থায়নে মনিটরিং এবং পুনরুদ্ধারের গুরুত্ব:

১. **তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে :** মনিটরিং নিশ্চিত করে যে ঋণগুলি কৃষি কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

২. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা** : ঋণ পরিশোধ না করার মতো সম্ভাব্য ঝুঁকি শনাক্তকরণ ও পরিচালনায় সহায়তা করে।
৩. **লোন পারফরম্যান্স উন্নত করে** : নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ফলে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধের হার এবং আর্থিক স্বাস্থ্য ভালো হয়।
৪. **দায়িত্বশীল ঋণ প্রদানকে উৎসাহিত করে** : নিশ্চিত করে যে ব্যাংকগুলো দায়িত্বশীলভাবে ঋণ দেয় এবং কৃষকরা তাদের উপায়ে ঋণ নেয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য:
মূল উদ্দেশ্য হল ব্যাংকগুলি প্রদত্ত কৃষি ঋণ কার্যকরভাবে কৃষি খাতে সহায়তা করছে তা নিশ্চিত করা। এর মধ্যে রয়েছে:

১. **সম্মতি নিশ্চিত করা** : ব্যাংকগুলি কৃষি ঋণের জন্য নির্ধারিত নীতি এবং নির্দেশিকা অনুসরণ করে তা নিশ্চিত করা।
২. **প্রভাব মূল্যায়ন** : এই ঋণগুলি কীভাবে কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং কৃষকদের কল্যাণে অবদান রাখে তা মূল্যায়ন করা।
৩. **অনুশীলনের টেকসই প্রচার** : পরিবেশগতভাবে টেকসই এবং লাভজনক চাষাবাদ অনুশীলনকে সমর্থন করতে ব্যাংকগুলিকে উৎসাহিত করা।

সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষণের লক্ষ্য দেশের কৃষি ও অর্থনীতিতে সহায়তার জন্য কৃষি অর্থায়নের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়ানো।

প্রশ্ন-31। বাংলাদেশ ব্যাংক কিভাবে ব্যাংকিং খাত দ্বারা কৃষি অর্থায়ন পর্যবেক্ষণ করে?
বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের কৃষি অর্থায়ন পর্যবেক্ষণ করে:

১. **নির্দেশিকা নির্ধারণ** : এটি কীভাবে ব্যাংকগুলিকে কৃষি খাতে ঋণ দিতে হবে তার জন্য নিয়ম ও প্রবিধান স্থাপন করে।
২. **ঋণ বরাদ্দ মনিটরিং** : বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তাদের ঋণের প্রয়োজনীয় অংশ কৃষিতে বরাদ্দ করছে কিনা তা ব্যাংক চেক করে।
৩. **প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা:** ব্যাংকগুলি তাদের কৃষি ঋণের উপর নিয়মিত প্রতিবেদন জমা দেয়, যা বাংলাদেশ ব্যাংক সম্মতি এবং কার্যকারিতার জন্য পর্যালোচনা করে।
৪. **অন-সাইট পরিদর্শন** : মাঝে মাঝে, বাংলাদেশ ব্যাংক কীভাবে ঋণ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তারা উদ্দিষ্ট প্রাপকদের উপকার করছে কিনা তা যাচাই করার জন্য মাঠ পরিদর্শন করে।
৫. **সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা** : এটা নিশ্চিত করে যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিকসহ সব ধরনের কৃষকের জন্য ঋণ অ্যাক্সেসযোগ্য।
৬. **প্রভাব মূল্যায়ন** : বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যায়ন করে কিভাবে এই ঋণগুলি কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং কৃষকদের জীবিকাকে প্রভাবিত করছে।

এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে, বাংলাদেশ ব্যাংক নিশ্চিত করে যে কৃষি অর্থ সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং কার্যকরভাবে কৃষি খাতকে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-32। কৃষি ঋণ নীতি ও প্রোগ্রামের আওতায় কৃষি অর্থায়নের খাত এবং উপখাতগুলো কী কী? এই খাত এবং উপখাতের ঋণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করুন।BPE-98th.
কৃষি অর্থ কৃষির বিভিন্ন দিকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিভিন্ন সেক্টর এবং সাব সেক্টরকে কভার করে:
প্রধান সেক্টর:

১. **শস্য উৎপাদন** : শস্য, শাকসবজি, ফল এবং অন্যান্য গাছপালা সহ ক্রমবর্ধমান ফসলের জন্য অর্থায়ন।
২. **পশুসম্পদ** : গরু, ছাগল, মুরগির মতো পশু লালন-পালনের জন্য অর্থায়ন, দুধ, মাংস, ডিম এবং অন্যান্য পণ্য।
৩. **মৎস্যসম্পদ** : মাছ চাষ ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জন্য সহায়তা।
৪. **বনায়ন** : কাঠ এবং অ-কাঠজাত পণ্য সহ বন ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থায়ন।

উপসেক্টর:

১. **খামারের সরঞ্জাম** : ট্রাক্টর, হার্ভেস্টার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির জন্য ঋণ।
২. **বীজ এবং সার** : বীজ, সার, কীটনাশক এবং অন্যান্য উপকরণ কেনার জন্য অর্থায়ন।
৩. **সেচ** : সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থায়ন।
৪. **স্টোরেজ এবং প্রসেসিং** : স্টোরেজ সুবিধা এবং প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট নির্মাণের জন্য ঋণ।
৫. **বিপণন ও বিতরণ** : কৃষি পণ্য পরিবহন ও বিক্রয়ের জন্য অর্থায়ন।

এই সেক্টর এবং সাব-সেক্টরগুলি ব্যাপক আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করে কৃষি খাতে বিস্তৃত ক্রিয়াকলাপ এবং প্রয়োজনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

কৃষি অর্থায়নে খাত ও উপ-খাতভিত্তিক ঋণের প্রয়োজনীয়তা:

1. **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** ফসল উৎপাদন, পশুপালন, মৎস্য ও বনায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল প্রদান করে, যা উৎপাদন বৃদ্ধি করে।
2. **আধুনিকায়ন:** কৃষি সরঞ্জাম কেনার সুযোগ করে দেয়, যা কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও শ্রম কমাতে সাহায্য করে
3. **টেকসই উন্নয়ন:** সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করে, যা পানি সরবরাহ নিশ্চিত করে এবং জমির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে।
4. **মান বৃদ্ধি:** সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমাতে এবং পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করতে গুদাম ও প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের জন্য অর্থায়ন প্রদান করে।
5. **বাজার সংযোগ:** বিপণন ও বিতরণের জন্য ঋণ সহায়তা দেয়, যা কৃষকদের বৃহত্তর বাজারে প্রবেশ করতে এবং আয় বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

এই লক্ষ্যভিত্তিক অর্থায়ন খাদ্য সরবরাহ স্থিতিশীল করে, গ্রামীণ জীবিকা উন্নত করে এবং কৃষি খাতের বৈচিত্র্যময় চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে।

প্রশ্ন-৩৩: কৃষি ঋণ বিতরণের পদ্ধতি এবং পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কী? কৃষি অর্থায়নের পদ্ধতিগুলি ব্যাখ্যা করুন।
প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির পার্থক্য
প্রক্রিয়া: এটি কৃষকদের ঋণ প্রদানের ধাপ বা প্রক্রিয়াগুলোকে বোঝায়। এর মধ্যে **আবেদন জমা, নথিপত্র যাচাই, ঋণ অনুমোদন, এবং তহবিল বিতরণ** অন্তর্ভুক্ত।

পদ্ধতি: এটি কৃষি অর্থায়ন প্রদানের বিভিন্ন উপায় বা কৌশলকে বোঝায়। সাধারণ কিছু পদ্ধতি হলো:

1. **সরাসরি ঋণ প্রদান:** ব্যাংক সরাসরি কৃষক বা কৃষিভিত্তিক ব্যবসায় ঋণ প্রদান করে।
2. **গোষ্ঠীভিত্তিক ঋণ:** একদল কৃষককে একত্রে ঋণ প্রদান করা হয়, যেখানে প্রত্যেক সদস্য ঋণ পরিশোধের গ্যারান্টি দেয়।
3. **চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ:** নির্দিষ্ট ক্রেতার সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ প্রদান করা হয়, যেখানে পূর্বনির্ধারিত মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রির বাধ্যবাধকতা থাকে।
4. **মাইক্রোফাইন্যান্স:** ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য ছোট ঋণ প্রদান করা হয়।
5. **সরকারি ভর্তুকিযুক্ত ঋণ:** সরকারী সহায়তায় কম সুদে কৃষি ঋণ প্রদান করা হয়।

প্রতিটি পদ্ধতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা কৃষি খাতের বিভিন্ন প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করে।

প্রশ্ন-৩৪। কৃষি অর্থায়নে আইটি ব্যবহারের গুরুত্ব আলোচনা কর। বাংলাদেশে ব্যাংকগুলি দ্বারা আইটি গ্রহণের কিছু অগ্রগতি আলোচনা করুন। আইটি যুগে গ্রাহকের গোপনীয়তা কেন গুরুত্বপূর্ণ?
কৃষি অর্থায়নে আইটির ব্যবহার বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ:

১. **দক্ষতা** : আইটি সিস্টেমগুলি ঋণ প্রক্রিয়াকরণকে ত্বরান্বিত করে, কৃষকদের কাছে অর্থকে আরও সহজলভ্য করে তোলে।
২. **প্রত্যন্ত বা ছোট আকারের কৃষকদের কাছে পৌঁছানো** : ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যাংকগুলিকে প্রত্যন্ত বা ছোট আকারের কৃষকদের কাছে পৌঁছাতে সহায়তা করে।
৩. **স্বচ্ছতা** : আইটি ঋণের আরও ভাল ট্র্যাকিং এবং পর্যবেক্ষণ সক্ষম করে, সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশে ব্যাংকগুলি দ্বারা আইটি গ্রহণের অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে:

১. **অনলাইন ব্যাংকিং পরিষেবা** : সহজে ঋণ আবেদন এবং লেনদেনের জন্য।
২. **মোবাইল ব্যাংকিং** : কৃষকদের স্মার্টফোনের মাধ্যমে অর্থ পরিচালনা করার অনুমতি দেয়।
৩. **ডেটা অ্যানালিটিক্স** : ক্রেডিট ঝুঁকি এবং দর্জি ঋণ পণ্য মূল্যায়ন ব্যাংক দ্বারা ব্যবহৃত।

আইটি যুগে গ্রাহকের গোপনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ:

১. **ডেটা সুরক্ষা** : ব্যক্তিগত এবং আর্থিক ডেটা অননুমোদিত অ্যাক্সেস থেকে সুরক্ষা প্রয়োজন।
২. **আস্থা বৃদ্ধি** : ব্যাংকিং পরিষেবায় আস্থা গড়ে তুলতে গ্রাহকের তথ্য গোপন রাখা গুরুত্বপূর্ণ।।
৩. **জালিয়াতি প্রতিরোধ** : প্রতারণামূলক কার্যকলাপের জন্য ডেটা অপব্যবহার না করা হয় তা নিশ্চিত করে।

সামগ্রিকভাবে, আইটি পরিষেবা সরবরাহের উন্নতির মাধ্যমে কৃষি অর্থায়নকে উন্নত করে, তবে গ্রাহকের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য এটির জন্য শক্তিশালী ব্যবস্থাও প্রয়োজন।

প্রশ্ন-৩৫। ব্যাংকের পাশাপাশি গ্রাহকদের জন্য আইটি সুবিধা কী? আইটি কীভাবে ব্যাংকগুলিতে পরিষেবার গুণমানকে প্রভাবিত করতে পারে? কৃষি ফাইন্যান্সে আইটির সুযোগ কি কি?

অথবা, কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ (BPE-99th)

অথবা, কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তি (BPE-98th)

ব্যাংক এবং গ্রাহকদের জন্য আইটি সুবিধা:

১. **দক্ষতা** : আইটি ব্যাংকিং প্রক্রিয়াগুলিকে গতি বৃদ্ধি করে ও গ্রাহকের লেনদেন দ্রুত সম্পন্ন করে।
২. **অ্যাক্সেসযোগ্যতা** : গ্রাহকরা যেকোনও সময় দূর থেকে ব্যাংকিং পরিষেবা গ্রহন করতে পারেন।
৩. **খরচ হ্রাসকরণ** : স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াগুলি ব্যাংকগুলির জন্য কার্যক্ষম খরচ কম করে সম্ভাব্যভাবে গ্রাহকদের জন্য কম ফি হতে পারে।
৪. **অধিক নিরাপত্তা** : উন্নত ডেটা নিরাপত্তা গ্রাহকের তথ্য রক্ষা করে।

ব্যাংকগুলিতে পরিষেবার মানের উপর আইটির প্রভাব:

১. **উন্নত গ্রাহক পরিষেবা** : গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক ব্যাংকিং সেবা দ্রুত গ্রাহকের নিকট পৌছাতে আইটি অগ্রনী ভূমিকা রাখে।
২. **ব্যক্তিগত পরিষেবা** : আইট ডেটা বিশ্লেষণ করে ব্যাংকগুলিকে উপযোক্ত সুবিধা প্রদান করতে অনুমতি দেয়।
৩. **নির্ভরযোগ্যতা** : আইটি স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমে লেনদেন করে কাজে ত্রুটি কমায়।

কৃষি অর্থায়নে আইটির সুযোগ:

১. **মোবাইল ব্যাংকিং** : কৃষকরা মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে ঋণ এবং অন্যান্য পরিষেবা গ্রহন করতে পারেন।
২. **অনলাইন প্ল্যাটফর্ম** : সহজে ঋণের আবেদন এবং তথ্য অ্যাক্সেসের জন্য ব্যবহৃত হয়।
৩. **ডেটা ম্যানেজমেন্ট** : ঋণ বিতরণ এবং পরিশোধের আরও ভাল ট্র্যাকিং করতে দেয়।
৪. **দূরবর্তী মনিটরিং** : ব্যাংকগুলি দূরবর্তীভাবে অর্থায়নকৃত প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

আইটি ব্যাংকগুলিতে পরিষেবার মানকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে এবং কৃষি অর্থায়নে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে, এটি কৃষকদের জন্য আরও সহজলভ্য এবং দক্ষ করে তোলে।

প্রশ্ন-৩৬। বাংলাদেশে কৃষি খাতে অর্থায়নে ব্যাংকগুলোর ভূমিকা কী? বাংলাদেশে কৃষি অর্থায়নে SBS, SCBS, PCBs এবং FCBs-এর কর্মক্ষমতা আলোচনা কর ।

বাংলাদেশে কৃষি খাতে অর্থায়নে ব্যাংকের ভূমিকা:

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলি আর্থিক সংস্থান প্রদানের মাধ্যমে কৃষি খাতকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা বীজ, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য কৃষি প্রয়োজনীয়তা কেনার জন্য ঋণ প্রদান করে। ব্যাংকগুলি নতুন প্রযুক্তি এবং টেকসই চাষ পদ্ধতি গ্রহণে সহায়তা করে।

কৃষি অর্থায়নে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের কর্মক্ষমতা:

১. **রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলি (এসবিএস):** সাধারণত কৃষি অর্থায়নে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে, প্রায়শই নীতি-চালিত ঋণের উপর ফোকাস করে।
২. **স্পেশালাইজড কমার্শিয়াল ব্যাংক (SCBS):** বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মতো এই ব্যাংকগুলো মূলত কৃষি খাতে অর্থায়নের জন্য কাজ করে এবং সাধারণত গ্রামীণ এলাকায় তাদের বিস্তৃতি বেশি থাকে।
৩. **প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংক (PCBs):** তারা কৃষি অর্থায়নেও অবদান রাখে কিন্তু বাণিজ্যিক কার্যকারিতার উপর বেশি ফোকাস করে।
৪. **বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক (FCBs):** কৃষি অর্থায়নে তাদের সম্পৃক্ততা সাধারণত শহুরে এবং কর্পোরেট ব্যাঙ্কিংয়ের উপর বেশি মনোযোগ দেয়।

প্রতিটি ধরনের ব্যাংকের একটি অনন্য ভূমিকা রয়েছে, যেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলি বাংলাদেশের কৃষিকে সরাসরি সহায়তা করার ক্ষেত্রে আরও বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-37। বাংলাদেশে কৃষি ও খামার খাতে অর্থায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক নীতিগুলি আলোচনা কর।

বাংলাদেশে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক নীতি কৃষি ও খামার খাতের অর্থায়নকে নির্দেশ করে:

১. **ঋণ ব্যবস্থা** : বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে মোট ঋণের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ কৃষির জন্য বরাদ্দ করার নির্দেশ দেয়।
২. **পুনঃঅর্থায়ন স্কিম** : বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংককে কৃষি ঋণের জন্য পুনঃঅর্থায়নের প্রস্তাব দেয় তাদের এই খাতে আরও ঋণ দিতে উৎসাহিত করে।
৩. **সুদের হার**: কেন্দ্রীয় ব্যাংক কৃষি ঋণের জন্য সর্বোচ্চ সুদের হার নির্ধারণ করে যাতে সেগুলি কৃষকদের জন্য সাশ্রয়ী হয়।
৪. **ঋণ পুনঃনির্ধারণ এবং মওকুফ নীতি** : সমস্যাগুলির সম্মুখীন কৃষকদের জন্য, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ঋণ পরিশোধের পুনর্নির্ধারণ বা এমনকি ঋণ মওকুফ করার বিধান রয়েছে।
৫. **নীতি শিথিলকরণ** : বাংলদেশে কৃষি ঋণ নীতিমালা সাধারনত ছোট এবং প্রান্তিক কৃষকদের জন্য নমনীয়ভাবে গঠন করতে সহায়তা করে।
৬. **বিশেষায়িত ঋণ কর্মসূচি** : নির্দিষ্ট কৃষি কার্যক্রম বা উদ্ভাবনের জন্য ঋণ কর্মসূচির প্রবর্তন করে।

এই নীতিগুলির লক্ষ্য কৃষি খাতের জন্য পর্যাপ্ত, সাশ্রয়ী এবং অ্যাক্সেসযোগ্য আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

প্রশ্ন-38। Covrd-19 পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ (ACD) কর্তৃক প্রদত্ত নীতি সহায়তা আলোচনা করুন। BPE-96.

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ (এসিডি) কৃষি খাতকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন নীতি সহায়তা প্রদান করেছে।

১. **ঋণ পুনঃনির্ধারণ** : বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষকদেরকে ঋণ পরিশোধের জন্য জরিমানা ছাড়াই পুনঃনির্ধারণ করার অনুমতি দেয় ও ঋণ পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করে দেয়।
২. **সুদের হার হ্রাস** : কৃষকদের আর্থিক বোঝা কমাতে কৃষি ঋণের সুদের হার কমানো হয়েছে।
৩. **উদ্দীপনা প্যাকেজ** : কৃষি খাতে ক্রমাগত ঋণের প্রবাহ নিশ্চিত করতে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ চালু করা হয়েছে।
৪. **বর্ধিত ঋণের মেয়াদ** : ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে, কৃষকদের দ্রুত পরিশোধের চাপ কমিয়েছে।
৫. **শিথিল ঋণের মানদণ্ড** : কৃষক এবং কৃষি ব্যবসার জন্য ঋণের জন্য যোগ্যতা অর্জন করা সহজ করে তুলেছে।
৬. **বর্ধিত তহবিল** : মহামারী চলাকালীন বিশেষত কৃষি অর্থায়নের জন্য অতিরিক্ত তহবিল সরবরাহ করা হয়েছে।

এই পদক্ষেপগুলি কোভিড -19 মহামারী দ্বারা আনা আর্থিক চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে কৃষক এবং কৃষি খাতকে সহায়তা করার লক্ষ্যে ছিল।

প্রশ্ন-৩৯। Covid-19 সময়কালে CMSMEs (কটেজ, মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ) এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ নীতি সহায়তা নিয়ে আলোচনা করুন। BPE-96 ৩ম।

কোভিড-১৯ সময়কালে, বাংলাদেশ ব্যাংক কুটির, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে (সিএমএসএমই) অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্য বিশেষ নীতি সহায়তা বাস্তবায়ন করেছে। অর্থনীতিতে CMSME-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং মহামারীর প্রভাবের প্রতি তাদের দুর্বলতাকে স্বীকৃতি দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বেশ কিছু ব্যবস্থা চালু করেছে:

১. **পুনঃঅর্থায়ন স্কিম** : CMSME-কে কম খরচে ঋণ প্রদানের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করা হয়েছিল যাতে তাদের অপারেশন টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তারল্য থাকে।
২. **লোন মোরাটোরিয়াম** : ব্যবসায়িকদের নগদ প্রবাহের বাধা মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্য ঋণ পরিশোধের সাময়িক স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল।
৩. **সুদের হার ক্যাপস** : CMSME-কে নতুন ঋণের জন্য সুদের হার ধারের খরচ কমাতে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল।
৪. **ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম** : সিএমএসএমই-কে ঋণ দিতে ব্যাংকগুলিকে উৎসাহিত করার জন্য, একটি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা ঋণদাতাদের জন্য ঝুঁকি হ্রাস করে।

এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক ধাক্কা কমানো, কর্মসংস্থান বজায় রাখা এবং CMSME সেক্টরকে স্থিতিশীল করা, যা দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-40। পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রামের আওতায় নারী উদ্যোগ উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান উদ্যোগগুলো কী কী? BPE-96 তম ।

বাংলাদেশ ব্যাংক তার পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রামের অধীনে একাধিক টার্গেটেড উদ্যোগের মাধ্যমে নারী উদ্যোগের উন্নয়নে সক্রিয় রয়েছে। অর্থের সরবরাহ বাড়ানো এবং মহিলা উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। মূল উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. **কম সুদে ঋণ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম :** বাংলাদেশ ব্যাংক মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য তুলনামূলক কম সুদে ঋণ প্রদানের জন্য একটি নীতিমালা প্রস্তুত করে ছিল।

২. **সুদ হ্রাস করন :** শুধু নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সুদের হারে বিভিন্ন ভর্তুকি প্রদান করে ঋণের খরচ কমাতে এবং আরও বেশি নারীকে আর্থিক পরিষেবা অ্যাক্সেস করতে উৎসাহিত করার লক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করে।

৩. **জামানত প্রয়োজনীয়তা শিথিলকরণ :** নারী উদ্যোক্তাদা সহজে ঋণ প্রাপ্তির জন্য তাদের জামানত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা সহজ করা।

৪. **সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচী প্রনয়ন:** নারীদের ব্যবসায়িক দক্ষতা, আর্থিক সফলতা এবং উদ্যোক্তা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচীর আয়োজন করা।

৫. **বিশেষ ক্রেডিট কোটা রাখা:** আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ ক্রেডিট কোটা বরাদ্দ করা নিশ্চিত করা যে ঋণের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ নারী-মালিকানাধীন ব্যবসার দিকে পরিচালিত হয়।

এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন করা, তাদেরকে অর্থনীতিতে আরও উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে এবং আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম করা।

প্রশ্ন-41। নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে গৃহীত আরও পদক্ষেপ উল্লেখ করুন। BPE-96 তম ।

নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য উপকারী হতে পারে এমন আরও পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে:

১. **পুঁজি বাড়াতে সহায়তা :** নারী-নেতৃত্বাধীন ব্যবসার জন্য তহবিল সংগ্রহে অনুকূল শর্তাবলী সহ পুঁজিতে সহজ অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা।

২. **দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষন ব্যবস্থা করা:** প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধিতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যাবহার বৃদ্ধি করা এবং সহজেই যেকোনো পণ্যের বাজারে প্রবেশের উপর ফোকাস করে বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শদান করা।

৩. মেলায় প্রবেশাধিকার বাড়ানো: বাণিজ্য মেলা, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং নেটওয়ার্কিং ইভেন্টের মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই নারী উদ্যোক্তা এবং সম্ভাব্য বাজারের মধ্যে সংযোগ সহজতর করা।

৪. **নীতি সংস্কার :** সমান সম্পত্তি অধিকার, উত্তরাধিকার আইন, এবং বৈষম্য বিরোধী ব্যবস্থা সহ উদ্যোক্তাদের লিঙ্গ সমতাকে উৎসাহিত করে এমন নীতিগুলি বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ করা।

৫. **শিশু যত্নে সহায়তা :** নারী উদ্যোক্তাদের জন্য শিশু যত্ন পরিষেবা প্রদান বা ভর্তুকি দেওয়া, যাতে তারা আরও কার্যকরভাবে পারিবারিক দায়িত্বের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিশ্রুতির ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন এবং সাফল্যে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে পারে, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলা।

প্রশ্ন-42। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলতে কি বুঝ? আমাদের কৃষি উৎপাদনে এর নেতিবাচক প্রভাব কী হতে পারে। পদ্ধতি? BPE-98th

গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলতে মানুষের ক্রিয়াকলাপের কারণে পৃথিবীর গড় পৃষ্ঠের তাপমাত্রার দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি বোঝায়, প্রাথমিকভাবে কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন। এই উষ্ণতা জলবায়ু প্যাটার্নে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে।

কৃষি উৎপাদনে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের নেতিবাচক প্রভাবগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে:

১. **বিপরীত আবহাওয়া :** ঘন ঘন খরা, বন্যা এবং ঝড় ফসলের ক্ষতি করতে পারে এবং ফলন উৎপাদন হ্রাস করতে পারে।

২. **ক্রমবর্ধমান ঋতু পরিবর্তন :** তাপমাত্রা পরিবর্তন ফসল কাটার সময় প্রভাবিত করতে পারে, ঐতিহ্যগত চাষের সময়সূচী ব্যাহত করতে পারে।

৩. **পানির ঘাটতি :** বাষ্পীভবন বৃদ্ধি এবং বৃষ্টিপাতের ধরন পরিবর্তিত হলে পানির ঘাটতি দেখা দিতে পারে যা সেচকে প্রভাবিত করে।

৪. **কীটপতঙ্গ ও রোগের বিস্তার :** উষ্ণ তাপমাত্রা ফসলের ক্ষতি করে এমন কীটপতঙ্গ ও রোগের বিস্তারকে উৎসাহিত করে।

৫. **মাটির অবক্ষয় :** বৃষ্টিপাত এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন মাটির স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে, এর উর্বরতা হ্রাস করে।

এই প্রভাবগুলি কৃষিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, সম্ভাব্য খাদ্য উৎপাদন হ্রাস করতে পারে এবং কৃষকদের জন্য অসুবিধা বাড়ায়।

প্রশ্ন-43। প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ পেতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হন? এই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান কি?
প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণের জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সমস্যা:

১. **জামানতের অভাব** : অনেকের কাছে ঋণ সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জামানত সংরক্ষনের জন্য সম্পদের অভাব।
২. **জটিল পদ্ধতি** : ঋণ প্রক্রিয়া জটিল এবং সময়সাপেক্ষ হয়।
৩. **উচ্চ সুদের হার** : সুদের হারের উচ্চ মূল্য হওয়া যা ছোট আকারের কৃষকদের জন্য অসাধ্য।
৪. **সীমিত সুবিধা** : অনেকে ব্যাংকিং সেবা থেকে বঞ্চিত হন, কারণ তারা এমন দুর্গম এলাকায় বাস করেন যেখানে ব্যাংকের সুবিধা নেই বা খুবই সীমিত। ।
৫. **অজ্ঞতা** : ব্যাংকের বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা এবং সুবিধা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া বোঝার মতো যথাযথ জ্ঞান না থাকা।

এই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান:

১. **ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তিতে সহজতা ও বিকল্প ঋণ ব্যবস্থা করা**: ছোট, জামানত-মুক্ত ঋণ।
২. **সহজ ঋণ প্রক্রিয়া** : আবেদন প্রক্রিয়া সহজ ও কৃষক-বান্ধব করা।
৩. **সরকারী ভর্তুকি** : ভর্তুকি দিয়ে সুদের হার কমানো।
৪. **মোবাইল ব্যাংকিং সেবা** : প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা প্রদান।
৫. **আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রম** : কৃষকদের অর্থ ও ব্যাংকিং সম্পর্কে শিক্ষিত করা।

এই সমাধানগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের তাদের প্রয়োজনীয় ক্রেডিট আরও সহজে এবং কার্যকরভাবে অ্যাক্সেস করতে সাহায্য করতে পারে।

প্রশ্ন-44। প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণের ধারণাগুলি সংজ্ঞায়িত করুন। BPE-98th.
অথবা, কৃষি অর্থায়নের আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উৎসের তুলনা, BPE-99th
প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ:
ব্যাংক, সমবায় সমিতি এবং সরকারি সংস্থার মতো আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এই ধরনের ঋণ আসে। এই উৎসগুলি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ঋণ দেওয়ার জন্য কাঠামোগত প্রক্রিয়া রয়েছে। তারা সংজ্ঞায়িত সুদের হার এবং পরিশোধের শর্তাবলী সহ বিভিন্ন ঋণ পণ্য অফার করে। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সাধারণত আরো নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য এবং প্রায়ই কম সুদের হারের সাথে আসে।

অ-প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ:
অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বলতে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরের উৎস থেকে ঋণ বোঝায়। এর মধ্যে অর্থঋণদাতা, ব্যবসায়ী, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন রয়েছে। এই উৎসগুলি আর্থিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না এবং তাদের ঋণের শর্তাবলী ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণগুলি প্রাপ্ত করা সহজ এবং দ্রুত হতে পারে, বিশেষ করে ছোট আকারের কৃষকদের জন্য, তবে তারা প্রায়শই উচ্চ সুদের হার এবং কম আনুষ্ঠানিক ঋণ পরিশোধের শর্তাবলী নিয়ে আসে। নিয়ন্ত্রণের অভাবের কারণে অন্যায্য অনুশীলনের ঝুঁকিও বেশি

প্রশ্ন-45। তত্ত্বাবধানে ক্রেডিট এর বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
সুপারভাইজড ক্রেডিট হল এক ধরনের ঋণ যেখানে ঋণদাতা, সাধারণত একটি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কীভাবে ঋণটি ব্যবহার করা হয় তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে। এখানে এর বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্য রয়েছে:

তত্ত্বাবধানকৃত ক্রেডিট এর বৈশিষ্ট্য:

১. **ক্লোজ মনিটরিং** : ঋণদাতা নিয়মিতভাবে চেক করেন কিভাবে ঋণগ্রহীতা টাকা ব্যবহার করছে।
২. **সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য** : শস্য বীজ বা কৃষি সরঞ্জাম কেনার জন্য প্রদত্ত ঋণ ঋণগ্রহীতাকে সেই অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।
৩. **নির্দেশিকা এবং সহায়তা** : ঋণদাতারা মূলত ঋণগ্রহীতাদের পরামর্শ এবং নির্দেশনা প্রদান করে, তাদের ঋণ কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে সহায়তা করে।

তত্ত্বাবধানকৃত ক্রেডিট এর উদ্দেশ্য:

১. **সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা** : ঋণটি সঠিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

২. **ঋণ পরিশোধের উন্নতি** : নিরীক্ষণ এবং সমর্থন করে, ঋণদাতারা ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা বাড়ানোর লক্ষ্য রাখে।
৩. **প্রকল্পের সাফল্য বাড়ানো** : যে উদ্যেশ্যে ঋণ প্রদান করা হয়েছিল তার যথাযথ তত্ত্বাবধান করা হলে ব্যবসার সফল বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।
৪. **ঝুঁকি হ্রাস** : নিবিড় পর্যবেক্ষণ ঋণের অপব্যবহার বা ব্যর্থতার ঝুঁকি হ্রাস করা।

প্রশ্ন-46. কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়নের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর। BPE-97 তম।

বাংলাদেশে একটি কৃষি-ভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য বিনিয়োগের কার্যকারিতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয়তার একটি সেট মেনে চলতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে:

১. **সম্ভাব্যতা যাচাই করন** : বাজার বিশ্লেষণ, প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা, পরিবেশগত প্রভাব এবং প্রকল্পের অর্থনৈতিক কার্যকারিতা প্রদর্শন করে একটি ব্যাপক সম্ভাব্যনার চিত্র তুলে ধরা।
২. **ব্যবসায়িক পরিকল্পনা** : প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কৌশল, কর্মক্ষম পরিকল্পনা এবং আর্থিক পূর্বাভাসের রূপরেখা একটি বিশদ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গ্রহন।
৩. **সমান্তরাল নিরাপত্তা** : অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ কভার করার জন্য পর্যাপ্ত জামানত বা গ্যারান্টি দেওয়া।
৪. **প্রবিধান মেনে চলা** : পরিবেশ আইন এবং কৃষি নীতি সহ সমস্ত প্রাসঙ্গিক জাতীয় এবং স্থানীয় প্রবিধান মেনে চলা।
৫. **প্রযুক্তিগত দক্ষতা** : প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষমতার প্রমান করা।
৬. **আর্থিক অবদান** : ঋণদাতার ঝুঁকি কমাতে উদ্যোক্তার কাছ থেকে একটি উল্লেখযোগ্য আর্থিক অবদান রাখা।

এই প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে এটি নিশ্চিত করা যে কৃষি-ভিত্তিক প্রকল্পগুলি যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের যে লক্ষ রয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলে অর্থায়নের জন্য তাদের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-47। কেন একটি কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অসুস্থ হয়ে পড়ে? কিভাবে ব্যাংক একটি কৃষি ভিত্তিক অসুস্থ প্রকল্প সংরক্ষণ করতে সহায়ক হতে পারে? BPE-97 তম। BPE-99th

একটি কৃষিভিত্তিক প্রকল্প দুর্বল ব্যবস্থাপনা, অপর্যাপ্ত পরিকল্পনা, প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব, বাজারের ওঠানামা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অপর্যাপ্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনা সহ বিভিন্ন কারণে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এই কারণগুলি অপারেশনাল অদক্ষতা, হ্রাস উৎপাদনশীলতা এবং আর্থিক অস্থিরতার দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা প্রকল্পের স্থায়িত্বকে বিপন্ন করে।

ব্যাংকগুলি বিভিন্ন হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অসুস্থ কৃষি-ভিত্তিক প্রকল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে:

১. **ঋণ পুনর্গঠন** : প্রকল্পের উপর আর্থিক বোঝা কমানোর জন্য ঋণ পরিশোধের শর্তাদি পরিবর্তন করা, স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের জন্য শ্বাস নেওয়ার জায়গা প্রদান করা।
২. **অতিরিক্ত অর্থায়ন প্রদান** : অপারেশন পুনর্গঠন, আধুনিক প্রযুক্তি অর্জন বা বাজারের প্রসারের জন্য অতিরিক্ত ঋণ বা ঋণ সুবিধা প্রদান করা।
৩. **প্রযুক্তিগত সহায়তা** : কর্মক্ষম দক্ষতা এবং লাভজনকতা বাড়াতে কৃষির সর্বোত্তম অনুশীলন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং বাজার বিশ্লেষণে দক্ষতা প্রদান করা।
৪. **প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সুবিধা** : আধুনিক কৃষি কৌশল, ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা এবং টেকসইতা অনুশীলনে প্রকল্প কর্মীদের এবং ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যবস্থা করা।

এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করার মাধ্যমে, ব্যাংকগুলি অসুস্থ কৃষি-ভিত্তিক প্রকল্পগুলি পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করতে পারে, তাদের দীর্ঘমেয়াদী কার্যকরতা এবং অর্থনীতিতে অবদান নিশ্চিত করতে পারে।

প্রশ্ন-48। কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য ব্যাংক কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করে? কিভাবে একটি অর্থায়নকারী ব্যাংক একটি অসুস্থ প্রকল্পের পুনর্বাসনে সহায়তা করতে পারে?

অথবা, একটি কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়নের আগে ব্যাংক যে বিষয়গুলো বিবেচনা করে, BPE-99th

অথবা, ব্যাংক কীভাবে সমস্যাগ্রস্ত প্রকল্পগুলোকে টেকসই উন্নয়নের জন্য সহায়তা করতে পারে, BPE-99th

যখন একটি ব্যাংক কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়ন বিবেচনা করে, তখন এটি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নজর দেয়:

১. **প্রকল্পের কার্যকারিতা** : প্রকল্পটি ব্যবহারিক, লাভজনক এবং টেকসই কিনা তা ব্যাংক মূল্যায়ন করে।
২. **ঋণগ্রহীতার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা** : ঋণগ্রহীতার কৃষি বা সংশ্লিষ্ট কাজে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ।
৩. **বাজারের সম্ভাবনা** : প্রকল্পের পণ্য বা পরিষেবাগুলি বাজারে কতটা ভাল মূল্যে বিক্রি হতে পারে তা যাচাই করা।
৪. **পরিবেশগত প্রভাব** : পরিবেশের উপর প্রকল্পের প্রভাব বিবেচনা করা হয়, স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।
৫. **ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা** : ব্যাংক ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা মূল্যায়ন করে।

একটি অসুস্থ প্রকল্প পুনর্বাসনের জন্য, একটি অর্থায়নকারী ব্যাংক সাহায্য করতে পারে:

১. **ঋণ পুনর্গঠন** : ঋণ পরিশোধের সময়সূচী সামঞ্জস্য করা যাতে এটি আরও পরিচালনাযোগ্য হয়।
২. **অতিরিক্ত তহবিল প্রদান** : যদি প্রয়োজন হয়, প্রকল্প পুনরুজ্জীবিত করার জন্য অতিরিক্ত তহবিল প্রদান করা।
৩. **কারিগরি এবং ব্যবস্থাপনা পরামর্শ** : প্রকল্পের ক্রিয়াকলাপ এবং পরিচালনার উন্নতিতে সহায়তা করার জন্য দক্ষতা প্রদান করা।
৪. **নিরীক্ষণের অগ্রগতি** : প্রকল্পের পুনরুদ্ধার ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং চলমান সহায়তা প্রদান করা।

প্রশ্ন-49। জাতীয়করণকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক কৃষিঋণ অনুমোদন ও বিতরণের আনুষ্ঠানিকতা আলোচনা কর ।

বাংলাদেশে জাতীয়করণ এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক যখন কৃষিঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করে, তখন তারা এই আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করে:

১. **ঋণের আবেদন** : কৃষকরা তাদের কৃষি প্রকল্পের বিবরণ এবং ব্যক্তিগত তথ্য সহ একটি আবেদন জমা দেন।
২. **নথি যাচাই** : ব্যাংকগুলি জমির রেকর্ড, পরিচয় প্রমাণ এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনার মতো নথিগুলি পরীক্ষা করে।
৩. **প্রকল্প মূল্যায়ন** : ব্যাংক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা, লাভজনকতা এবং স্থায়িত্ব মূল্যায়ন করে।
৪. **ঋণযোগ্যতা পরীক্ষা** : ব্যাংক ঋণগ্রহীতার আর্থিক ইতিহাস এবং পরিশোধের ক্ষমতা পর্যালোচনা করে।
৫. **অনুমোদন প্রক্রিয়া** : যদি মূল্যায়ন ইতিবাচক হয়, তাহলে ঋণটি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হয়।
৬. **ঋণ চুক্তি** : ঋণগ্রহীতা শর্তাবলীর বিবরণ দিয়ে একটি ঋণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।
৭. **সমান্তরাল মূল্যায়ন** : প্রয়োজন হলে, সমান্তরাল মূল্যায়ন করা হয় এবং নথিভুক্ত করা হয়।
৮. **বিতরণ** : অবশেষে, প্রকল্পের প্রয়োজন এবং ব্যাংকের নীতির উপর নির্ভর করে, ঋণের পরিমাণ একক বা পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হয়।

এই পদক্ষেপগুলি কার্যকর কৃষি প্রকল্পগুলিতে ঋণ দেওয়া হয় এবং তা পরিশোধের সম্ভাবনা রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে

প্রশ্ন-52। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বলতে কী বোঝ? দেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতিগত ব্যবস্থা আলোচনা কর।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি মানে নিশ্চিত করা যে ব্যক্তি এবং ব্যবসার তাদের প্রয়োজনীয় এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস রয়েছে যা তাদের চাহিদা পূরণ করে যেমন লেনদেন, অর্থপ্রদান, সঞ্চয়, ক্রেডিট এবং বীমা।

বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্য, বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে:

১. **মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস** : প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের কাছে পৌঁছাতে মোবাইল ব্যাংকিংকে উৎসাহিত করা।
২. **এজেন্ট ব্যাংকিং** : মৌলিক ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদানের জন্য অনুন্নত এলাকায় ব্যাংকিং এজেন্ট স্থাপন করা।
৩. **ক্ষুদ্রঋণ** : সহায়ক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান যারা ঐতিহ্যবাহী ব্যাঙ্কিং-এর অ্যাক্সেস নেই তাদের ছোট ঋণ প্রদান করে।
৪. **অন্তর্ভুক্তিমূলক ঋণ পণ্য** : ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য উপযোগী ঋণ পণ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে।
৫. **আর্থিক সাক্ষরতা প্রোগ্রাম** : আর্থিক পরিষেবা এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে লোকেদের শিক্ষিত করার জন্য প্রোগ্রাম পরিচালনা করা।
৬. **মহিলা ব্যাংকিং** : আর্থিক পরিষেবাগুলিতে মহিলাদের প্রবেশাধিকার বাড়ানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করা।

এই নীতিগুলির লক্ষ্য সকলের জন্য, বিশেষ করে বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক পরিষেবাগুলিকে আরও সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী করে তোলা।

প্রশ্ন-53। ভোক্তা পর্যায়ে কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণে মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকা বর্ণনা কর। BPE-97 তম ।

বাংলাদেশে, ভোক্তা পর্যায়ে কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণে মধ্যস্বত্বভোগীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা কৃষক এবং ভোক্তাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে, পণ্য পরিবহন, স্টোরেজ এবং বিতরণ পরিচালনা করে। যদিও তারা সাপ্লাই চেইনে প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করে, তাদের উপস্থিতি প্রায়শই খরচ বাড়িয়ে দেয়।

১. **মূল্য মার্কআপ** : কার্যক্ষম খরচ এবং মুনাফা কভার করার জন্য মধ্যস্বত্বভোগীরা তাদের মার্কআপ যোগ করে, যার ফলে ভোক্তাদের জন্য দাম বেশি হয়।
২. **কৃষকদের সীমিত দর কষাকষির ক্ষমতা** : বাজারে প্রবেশাধিকার স্বল্পতা এবং তাৎক্ষণিক নগদ চাহিদার কারনে কৃষকরা মূলত ভরা মৌসুমে কম দামে তাদের পন্য বিক্রি করে এ সুযোগে মধ্যস্বত্বভোগীরা তখন খুচরা বিক্রেতা বা ভোক্তাদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করে।
৩. **তথ্যের অসামঞ্জস্য** : মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষকদের কাছে বাজার সম্পর্কে সঠিক ধারনা না দিয়ে এ তথ্যের অভাবকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদকদের কাছ থেকে কম কেনা এবং ভোক্তাদের কাছে বেশি বিক্রি করতে পারে।
৪. **সাপ্লাই চেইন অদক্ষতা** : মধ্যস্বত্বভোগীদের একাধিক স্তর অদক্ষতা এবং বর্ধিত খরচের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা ভোক্তাদের দামকে আরও স্ফীত করে।

সামগ্রিকভাবে, যদিও মধ্যস্বত্বভোগীরা বাজারের কার্যকারিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তাদের ভূমিকা কখনও কখনও উচ্চ ভোক্তা মূল্য এবং কৃষকদের উপার্জন হ্রাসে অবদান রাখতে পারে।

প্রশ্ন-54। কীভাবে "কৃষকের 10-টাকা অ্যাকাউন্ট" আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে? BPE-97 তম।

বাংলাদেশে "কৃষকের 10-টাকা অ্যাকাউন্ট" গ্রামীণ কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই উদ্যোগটি কৃষকদের মাত্র 10 টাকা দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে দেয় যা আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রবেশের বাধাকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়। ভূমিকা সমূহ নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

১. **ব্যাংকিং পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস** : কৃষকরা ব্যাংকিং পরিষেবা, সঞ্চয় স্কিম এবং ক্রেডিট সুবিধাগুলিতে অ্যাক্সেস লাভ করে যা আগে উচ্চ অ্যাকাউন্ট খোলার ফিগুলির কারণে অ্যাক্সেসযোগ্য ছিল না।
২. **সঞ্চয়কে উৎসাহিত করে** : এটি কৃষকদের মধ্যে টাকা সঞ্চয় সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে, তাদের আর্থিক নিরাপত্তা এবং স্থিতিস্থাপকতায় অবদান রাখে।
৩. **ঋণের প্রবেশদ্বার** : একটি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে, কৃষকরা যুক্তিসঙ্গত হারে আনুষ্ঠানিক ক্রেডিট পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, অনানুষ্ঠানিক, উচ্চ-মূল্যের ঋণের উপর তাদের নির্ভরতা হ্রাস করে।
৪. **আর্থিক সাক্ষরতা** : প্রোগ্রামটি প্রায়ই আর্থিক শিক্ষার সাথে আসে, যা কৃষকদের সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং ঋণ সম্পর্কে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
৫. **সরকারী সুবিধা** : এটি সরকারী ভর্তুকি এবং সহায়তার সরাসরি স্থানান্তরকে সহজতর করে এবং দক্ষ বিতরণ নিশ্চিত করে।

সামগ্রিকভাবে, "কৃষকের 10-টাকা অ্যাকাউন্ট" বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষি খাতের আর্থিক ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে।

প্রশ্ন-55। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কৃষি অর্থায়নের ভূমিকা কী? কৃষিপণ্যের রপ্তানি কীভাবে বাড়ানো যায়?

খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কৃষি অর্থের ভূমিকা:

১. **বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা** : কৃষি অর্থায়ন কৃষকদের বীজ, সার এবং সরঞ্জাম কিনতে সাহায্য করে, যার ফলে ফসলের উচ্চ ফলন হয়।
২. **আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা** : নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অর্থ ব্যবহার করা যেতে পারে।
৩. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা:** বাজারের ওঠানামার বিরুদ্ধে কৃষকদের জন্য একটি নিরাপত্তা জাল প্রদান করে সহায়তা করা।
৪. **উৎপাদনে বৈচিত্র আনয়ন:** কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলাতে উৎসাহিত করে, খাদ্য নিরাপত্তা বাড়াতে সাহয়তা করা।

কৃষি পণ্যের রপ্তানি প্রচার:

১. **গুণমান উন্নয়ন** : আন্তর্জাতিক মান পূরণের জন্য পণ্যের গুণমান উন্নত করার জন্য বিনিয়োগ করা।
২. **বাজার গবেষণা** : বিশ্বব্যাপী বাজারের চাহিদা এবং প্রবণতা বোঝা।
৩. **অবকাঠামো উন্নয়ন** : উন্নত স্টোরেজ, প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিবহন সুবিধা তৈরি করা।
৪. **সরকারী সহায়তা** : রপ্তানিমুখী কৃষির জন্য ভর্তুকি ও প্রণোদনা প্রদান।

৫. **সার্টিফিকেশন এবং স্ট্যান্ডার্ড** : জৈব বা টেকসই চাষের জন্য আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন প্রাপ্ত করা।

এই কৌশলগুলি খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে এবং কৃষি পণ্যের রপ্তানি বাড়াতে সাহায্য করতে পারে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে।

প্রশ্ন-56. বিশেষায়িত ব্যাংকগুলি দ্বারা প্রদত্ত গ্রামীণ ঋণের দুর্বল পুনরুদ্ধারের কারণগুলি কী কী?

বিশেষায়িত ব্যাংকগুলি দ্বারা প্রদত্ত গ্রামীণ ঋণের দুর্বল পুনরুদ্ধার বিভিন্ন কারণে হতে পারে:

১. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ** : বন্যা, খরা এবং অন্যান্য আবহাওয়া-সম্পর্কিত সমস্যাগুলি ফসলের উৎপাদনে ব্যপক প্রভাব ফেলে যা কৃষকদের ঋণ পরিশোধ করা কঠিন করে তোলে।
২. **নিম্ন বাজার মূল্য** : কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ভালো দাম না পেলে, তাদের আয় ঋণ পরিশোধের জন্য অপর্যাপ্ত হতে পারে।
৩. **উচ্চ সুদের হার** : কখনও কখনও ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য সুদের হার অনেক বেশি হয়।
৪. **অপর্যাপ্ত ঋণের আকার** : ঋণ গ্রহীতাদের উৎপাদনশীলতা এবং আয়ের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে ঋণ খুব ছোট হতে পারে।
৫. **আর্থিক সাক্ষরতার অভাব** : কৃষকরা ঋণের শর্তাবলী পুরোপুরি বুঝতে পারে না।
৬. **দুর্বল প্রকল্প পরিকল্পনা** : খারাপভাবে পরিকল্পিত প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত ঋণ প্রত্যাশিত আয় নাও দিতে পারে।
৭. **অদক্ষ মনিটরিং** : ব্যাংক দ্বারা যথাযথ পর্যবেক্ষণের অভাব ঋণ তহবিলের অপব্যবহার হতে পারে।

বিশেষায়িত ব্যা ব্যাংকিংয়ে গ্রামীণ ঋণ পুনরুদ্ধারের হার উন্নত করার জন্য এই সমস্যাগুলির সমাধান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-57। এজেন্ট ব্যাংকিং কি? এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণের গুণাবলী ও কুফল আলোচনা কর । বিপিই-৯৭ তম ।

এজেন্ট ব্যাংকিং হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ব্যাংকগুলি এজেন্টদের ব্যবহার করে ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদানের জন্য যেখানে তাদের শাখা নেই। এই এজেন্টরা দোকান বা ব্যাংকের পক্ষে ব্যাংকিং লেনদেন করার জন্য অনুমোদিত ব্যক্তি হতে পারে।

এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণের সুবিধা:

১. **অ্যাক্সেসযোগ্যতা** : প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের জন্য ঋণ অ্যাক্সেস করা সহজ করে তোলে।
২. **সুবিধা** : কৃষকদের ব্যাংক শাখায় বেশি দূর যেতে হবে না।
৩. **দ্রুত পরিষেবা** : ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করে এবং গতি বাড়ায়।
৪. **কম খরচ** : ব্যাংক এবং ঋণগ্রহীতা উভয়ের জন্যই লেনদেনের খরচ কমায়।

অপকারিতা:

১. **সীমিত পরিষেবা** : এজেন্টরা একটি ব্যাংক শাখায় প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিষেবা অফার নাও করতে পারে।
২. **জালিয়াতির ঝুঁকি** : জালিয়াতি বা অব্যবস্থাপনার একটি সম্ভাব্য ঝুঁকি আছে।
৩. **এজেন্টদের উপর নির্ভরশীলতা** : পরিষেবার গুণমান এজেন্টের নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষতার উপর অনেক বেশি নির্ভর করে।
৪. **প্রশিক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান** : কার্যকর প্রশিক্ষণ এবং এজেন্টদের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন, যা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, এজেন্ট ব্যাংকিং যখন কৃষি ঋণের অ্যাক্সেস উন্নত করে, এটির নির্ভরযোগ্যতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সতর্ক ব্যবস্থাপনা এবং তদারকি প্রয়োজন।

প্রশ্ন-58। কেন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এজেন্ট ব্যাংকিং দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে? BPE-97 তম ।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ব্যবধান পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে এজেন্ট ব্যাংকিং গ্রামীণ বাংলাদেশে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। এই মডেলটি স্থানীয় দোকানদারদের মত এজেন্টদের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকিং পরিষেবাগুলিকে প্রসারিত করে যেখানে ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকের শাখা দুষ্প্রাপ্য বা অস্তিত্বহীন। এখানে কেন এটি সমৃদ্ধ হচ্ছে:

১. **অ্যাক্সেসযোগ্যতা** : এটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ব্যাংকিং পরিষেবা নিয়ে আসে, আর্থিক লেনদেনগুলিকে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে।
২. **সুবিধা** : ব্যাংকগুলির তুলনায় এজেন্ট ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের নিকটবর্তী হওয়ায় গ্রাহ ক সহজেই ব্যাংকিং সেবা পেতে পারে।

৩. **কম খরচ** : এটি গ্রামীণ বাসিন্দাদের জন্য সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে দূরবর্তী ব্যাংকের শাখাগুলিতে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে।
৪. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি** : এটি আমানত, উত্তোলন, রেমিট্যান্স, এবং ঋণ পরিশোধের মতো পরিষেবাগুলি অফার করে আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থায় ব্যাংকবিহীন জনসংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৫. **ক্ষমতায়ন** : ব্যাংকিং পরিষেবাগুলিতে সহজে অ্যাক্সেসের সুবিধা দিয়ে, এটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে ক্ষমতায়ন করে, তাদের অর্থনৈতিক মঙ্গল ও উন্নয়নে অবদান রাখে।

বাংলাদেশে গ্রামীণ এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের সাফল্য উদাহরণ দেয় যে কীভাবে উদ্ভাবনী ব্যাংকিং মডেলগুলি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং গ্রামীণ উন্নয়নকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

প্রশ্ন-৬০। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং কি? BPE-96 BPE-98th. BPE-99th

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং হল কৃষক এবং একটি কোম্পানির মধ্যে একটি চুক্তি যেখানে কৃষকরা একটি নির্দিষ্ট ধরনের শস্য বা পশুসম্পদ উৎপাদন করতে সম্মত হন এবং তারপর একটি পূর্বনির্ধারিত মূল্যে কোম্পানির কাছে বিক্রি করেন। কোম্পানিটি সাধারণত কৃষককে বীজ, সার, প্রযুক্তিগত পরামর্শ এবং কখনও কখনও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। বিনিময়ে, কৃষক নিশ্চিত করে যে পণ্যটি কোম্পানির দ্বারা নির্ধারিত গুণমান এবং পরিমাণের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। এই ব্যবস্থা কৃষকদের বাজারের ঝুঁকি হ্রাস করে এবং তাদের একটি নিশ্চিত ক্রেতা প্রদান করে সাহায্য করে যখন কোম্পানিগুলি কৃষি পণ্যের একটি স্থির সরবরাহ পায়। এটি কৃষকদের সরাসরি বাজারের সাথে সংযুক্ত করার একটি উপায়।

প্রশ্ন-61। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর গুণাগুণ ও কুফল আলোচনা কর। BPE-96, BPE-98th.

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর যোগ্যতা:

১. **স্থিতিশীল আয়** : কৃষকদের পন্যের জন্য নির্দিষ্ট ক্রেতা এবং পন্যের নির্দিষ্ট মূল্য রয়েছে, যা আয়ের স্থিতিশীলতা প্রদান করে।
২. **ঝুঁকি হ্রাস** : কোম্পানি সাধারনত বাজারের কিছু ঝুঁকি বহন করে, যেমন দামের ওঠানামা।
৩. **প্রযুক্তিতে প্রবেশ** : কৃষকরা আধুনিক প্রযুক্তি এবং কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত উচ্চ-মানের ইনপুটগুলিতে সহজেই প্রবেশাধিকার পান।
৪. **প্রযুক্তিগত নির্দেশনা** : কোম্পানিগুলি সাধারনত প্রযুক্তিগত পরামর্শ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে, চাষাবাদের অনুশীলনের উন্নতি করে।

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর কুফলঃ

১. **নির্ভরতা** : কৃষকরা ইনপুট এবং বাজারের জন্য কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হতে পারে।
২. **কম নিয়ন্ত্রণ** : কী চাষ করতে হবে এবং কীভাবে তা বাড়াতে হবে তার উপর কৃষকদের কম নিয়ন্ত্রণ থাকে।
৩. **গুণমান মান** : কোম্পানি দ্বারা সেট করা উচ্চ মানের মান পূরণের চাপ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।
৪. **শোষণের ঝুঁকি** : কম দামের অফার করার মতো কোম্পানিগুলির দ্বারা অন্যায্য অনুশীলনের ঝুঁকি রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে, চুক্তিবদ্ধ চাষ কৃষকদের স্থিতিশীলতা এবং সহায়তা প্রদান করতে পারে, এটি নির্ভরশীলতা এড়াতে এবং ন্যায্য চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সতর্ক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন।

প্রশ্ন-62। কিভাবে ব্যাংক এবং কৃষি ভিত্তিক উদ্যোক্তারা চুক্তি চাষ Contract farming **থেকে উপকৃত হয়? BPE-96 ,BPE-98th.**

ব্যাংক এবং কৃষি-ভিত্তিক উদ্যোক্তা উভয়ই বিভিন্ন উপায়ে চুক্তিবদ্ধ চাষ থেকে উপকৃত হয়:

ব্যাংকগুলির জন্য:

১. **ঝুঁকি হ্রাস** : Contract farming চুক্তিগুলি ব্যাংকগুলির জন্য আরও নিরাপদ বিনিয়োগের সুযোগ দেয় কারণ পণ্যগুলির একটি নিশ্চিত ক্রেতা রয়েছে।
২. **নিয়মিত পরিশোধ** : চুক্তি থেকে স্থিতিশীল আয়ের সাথে, কৃষকদের সময়মতো ঋণ পরিশোধ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
৩. **বাজার সম্প্রসারণ** : চুক্তি চাষে জড়িত আরও কৃষকদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকগুলি তাদের বাজার সম্প্রসারণ করতে পারে।

কৃষি-ভিত্তিক উদ্যোক্তাদের জন্য:

১. **স্থিতিশীল সরবরাহ** : তারা তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কৃষি পণ্যের একটি ধারাবাহিক এবং নির্ভরযোগ্য সরবরাহ পায়।
২. **মান নিয়ন্ত্রণ** : উদ্যোক্তারা চুক্তিতে মানের মান নির্দিষ্ট করতে পারে, নিশ্চিত করে যে তারা পছন্দসই পণ্যের গুণমান পায়।
৩. **খরচ দক্ষতা** : একাধিক পৃথক কৃষকদের জন্য অনুসন্ধান এবং আলোচনার খরচ হ্রাস করে।

সংক্ষেপে, চুক্তি চাষ আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং বাজারের নিশ্চয়তা দেয় ব্যাংক এবং কৃষি-ভিত্তিক উদ্যোক্তাদের, এটিকে একটি পারস্পরিক উপকারী ব্যবস্থা করে তোলে।

প্রশ্ন-63। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত "শেয়ার ক্রপারদের জন্য বিশেষ ক্রেডিট প্রোগ্রাম" চিত্রিত করুন । আপনি কি এই প্রোগ্রামে উল্লিখিত সুদের হারের সাথে একমত? কারণ সহ আলোচনা করুন । BPE-98th.

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত "শেয়ারক্রপারদের জন্য বিশেষ ক্রেডিট প্রোগ্রাম"-এর লক্ষ্য হল শেয়ারক্রপারদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যারা ঐতিহ্যগতভাবে জামানতের অভাবে আনুষ্ঠানিক ঋণ পেতে সমস্যায় পড়ে। এই কর্মসূচির অধীনে, ভাগচাষিরা জমি বা অন্যান্য সম্পদের নিরাপত্তা না দিয়েই কৃষিকাজের জন্য অর্থ ধার করতে পারে। এই প্রোগ্রামে সাধারণত তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি থাকে এবং এটি ভাগচাষীদের ক্ষমতায়ন করার জন্য ডিজাইন করা হয়, যাতে তারা আরও ভাল ইনপুট এবং কৃষি অনুশীলনে বিনিয়োগ করতে সক্ষম হয় যার ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা এবং আয় বৃদ্ধি পায়।

এই প্রোগ্রামের সুদের হার সম্পর্কে, এটি সম্মত বা না বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে:

- **সামর্থ্য** : সুদের হার শেয়ার চাষীদের জন্য ঋণ পরিশোধের সামর্থ্যের জন্য যথেষ্ট কম হওয়া উচিত।
- **টেকসইতা** : এটি ব্যাংকের খরচ কভার করবে, প্রোগ্রামের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে।
- **তুলনামূলক বিশ্লেষণ** : এর প্রতিযোগিতামূলক মূল্যায়ন করার জন্য অন্যান্য উপলব্ধ কৃষি ঋণ বিকল্পের সাথে হারের তুলনা করা উচিত।

পরিশেষে, প্রোগ্রামের সাফল্য ব্যাংকের জন্য আর্থিকভাবে টেকসই হয় তা নিশ্চিত করার সাথে সাথে শেয়ারক্রপারদের সামর্থ্যের ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন-৬৪। ক্রপ ক্যালেন্ডার এবং ক্রেডিট নিয়ম বলতে আপনি কী বোঝেন? BPE-96

"ফসল ক্যালেন্ডার" হল একটি সময়সূচী যা কৃষকরা ক্রমবর্ধমান ফসলের সাথে জড়িত কার্যকলাপের পরিকল্পনা করতে ব্যবহার করে। এতে ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপের সময় অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেমন কখন জমি প্রস্তুত করতে হবে, বীজ রোপণ করতে হবে, সার প্রয়োগ করতে হবে, জল এবং ফসল কাটা হবে। ক্যালেন্ডারটি প্রতিটি ধরণের ফসলের নির্দিষ্ট চাহিদা এবং স্থানীয় জলবায়ু পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এটি কৃষকদের তাদের চাষাবাদের পদ্ধতিগুলিকে অনুকূল করতে এবং ফসলের ফলন উন্নত করতে সহায়তা করে।

কৃষিতে "ক্রেডিট নিয়ম" বলতে কৃষকদের ঋণ দেওয়ার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নির্ধারিত নির্দেশিকা বা নিয়মগুলিকে বোঝায়। এই নিয়মগুলির মধ্যে রয়েছে ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, পরিশোধের সময়সূচী এবং অন্যান্য শর্ত। এগুলি সাধারণত ফসলের ধরন, এর উৎপাদন খরচ, প্রত্যাশিত ফলন এবং বাজার মূল্যের মতো বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে। ঋণের নিয়মগুলি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে কৃষকরা তাদের কৃষি চাহিদার জন্য সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ অর্থ পান।

প্রশ্ন-৬৬। খামার যান্ত্রিকীকরণের সংজ্ঞা দাও। BPE-97 তম । BPE-98th.

অথবা, সংক্ষিপ্তভাবে লিখুন – খামার যান্ত্রিকীকরণ (Farm Mechanization) – BPE 5th

খামার যান্ত্রিকীকরণ বলতে বোঝায় কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ব্যবহার এবং ঐতিহ্যগত কৃষি পদ্ধতি প্রতিস্থাপন। এর মধ্যে ট্রাক্টর এবং লাঙ্গলের মতো সাধারণ সরঞ্জাম থেকে শুরু করে আরও উন্নত প্রযুক্তি যেমন ফসল কাটার যন্ত্র, বীজ ড্রিল এবং সেচ ব্যবস্থার বিস্তৃত পরিসর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। খামার যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্য হল উৎপাদনশীলতা এবং ফসলের ফলন বৃদ্ধি করা যেখানে কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময় এবং শ্রম হ্রাস করা।

এটি কৃষকদের আরও কার্যকরভাবে বৃহত্তর অঞ্চলে চাষ করতে, বৃহত্তর নির্ভুলতার সাথে ফসল পরিচালনা করতে এবং ঐতিহ্যগত চাষের সাথে জড়িত শারীরিক শ্রমকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে দেয়। যান্ত্রিক কৃষি কৌশল অবলম্বন করে, কৃষকরা উচ্চ উৎপাদন হার, উন্নত পণ্যের গুণমান এবং উন্নত সামগ্রিক খামার ব্যবস্থাপনা অর্জন করতে পারে।

প্রশ্ন-৬৯। 'ভূমিহীন' এবং 'প্রান্তিক' কৃষকের সংজ্ঞা দাও। কিভাবে আমরা এই গোষ্ঠীগুলিকে তাদের এবং সেইসাথে আর্থিক সংস্থাগুলির জন্য উপযুক্ত উপায়ে অর্থায়ন করতে পারি ?

'ভূমিহীন' কৃষক তারাই যাদের কোনো কৃষি জমি নেই। তারা অন্যের খামারে কাজ করতে পারে বা জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর নির্ভর করতে পারে। অন্যদিকে 'প্রান্তিক' কৃষকরা খুব ছোট জমির মালিক, সাধারণত এক একরেরও কম। যথেষ্ট আয়ের জন্য তাদের জমির পরিমাণ খুবই কম।

এই গোষ্ঠীগুলিকে উপযুক্ত উপায়ে অর্থায়নের মধ্যে রয়েছে:

১. **ক্ষুদ্রঋণ** : তাদের সীমিত আর্থিক চাহিদা এবং পরিশোধের ক্ষমতার সাথে মেলে এমন ছোট ঋণ প্রদান করা।
২. **গোষ্ঠী ঋণ** : একটি গোষ্ঠীকে ঋণ দেওয়া, যেখানে সদস্যরা সম্মিলিতভাবে একে অপরের ঋণের গ্যারান্টি দেয়।
৩. **নমনীয় পরিশোধের পরিকল্পনা** : তাদের আয়ের ধরণ অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের কাঠামো তৈরি করা, যেমন ফসল কাটার পরে পরিশোধের অনুমতি দেওয়া।
৪. **প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা** : আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষ চাষের কৌশলগুলির উপর শিক্ষা প্রদান করা।
৫. **সরকারী ভর্তুকি এবং অনুদান** : এই গোষ্ঠীগুলিকে লক্ষ্য করে ভর্তুকিযুক্ত ঋণ বা অনুদান প্রদান করা।

এই পদ্ধতিগুলি ভূমিহীন এবং প্রান্তিক কৃষকদের জন্য অর্থ অ্যাক্সেসযোগ্য এবং পরিচালনাযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করতে পারে, পাশাপাশি আর্থিক সংস্থাগুলির জন্য নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পারে।

প্রশ্ন-৭০. শস্য সংরক্ষণ ঋণ এবং বিপণন ঋণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। BPE-98th

শস্য সংরক্ষণ ঋণ:

- **পরবর্তী ফসল কাটার ক্ষতি কমানো:** শস্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে অপচয় কমে যায়। ।
- **গুণগত মান বজায় রাখা:** শস্যের মান দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষিত থাকে।
- **আয় স্থিতিশীলকরণ:** কৃষকরা তাদের উৎপাদিত শস্য তখনই বিক্রি করতে পারে যখন মূল্য সহনশীল থাকে।

বিপণন ঋণ:

- **বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি:** পরিবহন ও বিতরণের জন্য তহবিল সরবরাহ করে।
- **উন্নত মূল্য নিশ্চিত করা:** কৃষকদের ব্যাপক বাজারে প্রবেশ করতে সহায়তা করে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের কমাতে সহায়ক।
- **দক্ষ বিপণন:** প্যাকেজিংসহ অন্যান্য বিপণন কার্যক্রমে সহায়তা করে, যা আয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

এগুলো একত্রে কৃষকদের উৎপাদন দক্ষভাবে পরিচালনা, আয় স্থিতিশীল করা এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সহায়ক।

প্রশ্ন-৭১. কৃষকরা মেয়াদের উপর ভিত্তি করে যে বিভিন্ন ধরনের কৃষিঋণ প্রয়োজন তা কী কী?

কৃষকরা সাধারণত মেয়াদের উপর ভিত্তি করে তিন ধরনের কৃষিঋণ প্রয়োজন:

1. **স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণ:** এক বছরের কম মেয়াদে নেওয়া ঋণ, সাধারণত ৬ মাস থেকে এক বছরের জন্য প্রয়োজন। এই ঋণ বীজ, সার, কীটনাশক কেনা, ভাড়া এবং সরকারি কর প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি পশুপালন, হাঁস-মুরগি এবং মৎস্য খামারের জন্যও কার্যকর মূলধন ব্যয়কে কভার করে।
2. **মধ্যমেয়াদী ঋণ:** এক বছরের বেশি কিন্তু তিন বছরের মধ্যে মেয়াদের ঋণ। এই ঋণ কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন ট্রাক্টর এবং সেচ সরঞ্জাম কেনার জন্য ব্যবহৃত হয়।
3. **দীর্ঘমেয়াদী ঋণ:** তিন বছরের বেশি মেয়াদের ঋণ, যা বাণিজ্যিক কৃষি প্রকল্প, জমি ভরাট এবং জমি লবণমুক্তকরণের জন্য প্রয়োজন।

প্রশ্ন-৭২. কৃষকদের কৃষি ঋণ পেতে আনুষ্ঠানিক খাতের ব্যাংকগুলো থেকে যেসব মূল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা কী কী?

কৃষকরা আনুষ্ঠানিক খাতের ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণ পেতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন:

1. **দীর্ঘ প্রতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া:** জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়াগুলো ঋণ প্রাপ্তিকে বাধাগ্রস্ত করে।
2. **শহরমুখী পক্ষপাতিত্ব:** ব্যাংকগুলো নগর এলাকায় ঋণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়, যার ফলে গ্রামীণ এলাকা অবহেলিত হয়।

3. **গ্রামীণ এলাকায় সীমিত ব্যাংকিং কার্যক্রম:** মোট শাখার মাত্র ৪৭% গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত, ফলে অনেক কৃষক ব্যাংকিং পরিষেবার বাইরে থাকে।
4. **অ-সুদের অতিরিক্ত খরচ:** পরিবহন এবং বারবার ব্যাংকে যাতায়াতের মতো অতিরিক্ত খরচ ঋণ প্রাপ্তির সামগ্রিক খরচ বাড়িয়ে তোলে।
5. **জামানত প্রদান করতে অক্ষমতা:** কৃষকরা প্রায়ই ব্যাংকের নির্ধারিত জামানত প্রদানে অক্ষম হন।
6. **সময়ের মধ্যে ঋণ সহায়তার অভাব:** ঋণ প্রদানে দেরি হলে ফসল নষ্ট হতে পারে, কারণ সময়মতো আর্থিক সহায়তা কৃষি কার্যক্রমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-৭৩. কৃষি ঋণ প্রদানে ব্যাংকগুলো যে মূল সমস্যার সম্মুখীন হয় তা কী কী?

ব্যাংকগুলো কৃষি ঋণ প্রদানে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়:

1. **উচ্চ খরচের ব্যবসা:** কৃষি ঋণে প্রায়ই সুদের হারের সীমা থাকে এবং এতে অধিক নজরদারি প্রয়োজন, যা অর্থনীতির স্কেল সুবিধা ছাড়াই খরচ বাড়ায়।
2. **ঝুঁকি হ্রাসের ব্যবস্থা নেই:** কৃষি জলবায়ু ও প্রাকৃতিক ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীল। একটি শক্তিশালী কৃষি বীমা ব্যবস্থা না থাকার কারণে ব্যাংকগুলো এই খাতে অর্থায়নে দ্বিধা করে।
3. **উদ্দীপনার অভাব:** বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) এবং রাকুবের মতো সরকারি ব্যাংকগুলোর দুর্বল কর্মক্ষমতা খারাপ শাসন ব্যবস্থা, কর্মক্ষমতা প্রণোদনার অভাব এবং পূর্বের ঋণ মওকুফের কারণে ঋণ পরিশোধ না করার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে।
4. **প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব:** বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো আর্থিকভাবে দুর্বল, এবং সরকারের তহবিলের বড় অংশ পরিচালন ব্যয়ে ব্যবহৃত হয়, যার ফলে ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছে এই তহবিল পৌঁছায় না। এছাড়া পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব রয়েছে, যার ফলে কৃষি ঋণ শুধুমাত্র ধনী ও প্রভাবশালী কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রশ্ন-৭৪. কৃষি ও গ্রামীণ ঋণ পুনরুদ্ধার দ্রুততর করতে ব্যাংকগুলো কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে?

কৃষি ও গ্রামীণ ঋণ পুনরুদ্ধার দ্রুততর করতে ব্যাংকগুলো কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে পারে:

1. **কর্মকর্তাদের জন্য প্রণোদনা:** কার্যকর ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য কর্মকর্তাদের সনদ বা প্রণোদনা প্রদান করা।
2. **সুদের হার রিবেট:** সময়মতো ঋণ পরিশোধকারী ঋণগ্রহীতাদের জন্য সুদের হারে রিবেট প্রদান করা।
3. **সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি:** দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা সার্টিফিকেট মামলাগুলোর নিষ্পত্তি করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা, এবং এককালীন ঋণ পরিশোধের জন্য প্রণোদনা প্রদান করা।
4. **ঋণ পুনঃতফসিল:** বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রেণীকৃত ঋণ পুনঃতফসিল করা।
5. **পুনরুদ্ধার সেল:** উচ্চ মাত্রার শ্রেণীকৃত বা বকেয়া ঋণ থাকা শাখাগুলোতে একটি 'পুনরুদ্ধার সেল' গঠন করা।
6. **পুনরুদ্ধার শিবির:** প্রচারপূর্বক কৃষক সমাবেশে 'কৃষি ঋণ পুনরুদ্ধার শিবির' আয়োজন করা।
7. **তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার:** ঋণ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে সহজতর করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা।

প্রশ্ন-৭৫. বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও গ্রামীণ ঋণ নীতি অনুযায়ী কৃষি ঋণ বিতরণের বিভিন্ন পদ্ধতি কী কী?

ব্যাংকগুলো কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে:

1. **সরাসরি ঋণ বিতরণ:** ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের পর্যাপ্ত কৃষিঋণ প্রদান করা।
2. **এমএফআই সংযোগের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ:** মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন (এমএফআই) এর সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ, এবং সঠিক পর্যবেক্ষণ ও সম্মতি নিশ্চিত করা।
3. **এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ:** দূরবর্তী এলাকায় এজেন্ট নিযুক্ত করে ক্ষুদ্র ঋণ ও আমানতসহ ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা।
4. **চুক্তিভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ:** কৃষিভিত্তিক শিল্পের সঙ্গে চুক্তির আওতায় কৃষকদের অর্থায়ন করা, ন্যায্য মূল্য এবং বিপণন সহায়তা নিশ্চিত করা।
5. **ঋণ শিবিরের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ:** কৃষকদের জন্য সহজে কৃষি ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ঋণ শিবির আয়োজন করা।

এই পদ্ধতিগুলো আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে এবং কৃষি উন্নয়নে সহায়ক।

প্রশ্ন-৭৬. চুক্তিভিত্তিক কৃষিতে জড়িত উদ্যোক্তাদের কৃষিঋণ পেতে কী কী যোগ্যতা এবং শর্তাবলী প্রয়োজন?

চুক্তিভিত্তিক কৃষিতে কৃষিঋণ পেতে উদ্যোক্তাদের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতা ও শর্তাবলী প্রয়োজন:

1. যৌথ স্টক কোম্পানি ও ফার্ম নিবন্ধকের অধীনে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি হতে হবে।
2. কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষণ, বিপণন এবং প্রক্রিয়াকরণের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
3. মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

এর পাশাপাশি, কৃষক এবং উদ্যোক্তার মধ্যে করা চুক্তির একটি অনুলিপি কৃষিঋণ ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিভাগে জমা দিতে হবে। ব্যাংকগুলোর প্রতিটি অনুমোদিত ঋণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন নিতে হবে। কৃষকদের জন্য ঋণের সুদের হার বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত সুদের সীমার মধ্যে থাকতে হবে এবং এটি হ্রাসমান ভারসাম্য পদ্ধতিতে হিসাব করতে হবে। উদ্যোক্তাদের কৃষকদের হিসাব বিবরণী সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে তা সরবরাহ করতে হবে।

প্রশ্ন-৭৭. বাংলাদেশে কোনো বিদেশী ব্যাংক কৃষি ঋণ বিতরণ করে কি না?

হ্যাঁ, বাংলাদেশে বিদেশী ব্যাংকগুলো কৃষি ঋণ বিতরণ করে। যদিও তারা স্থানীয় ব্যাংকগুলোর চেয়ে পরে কৃষি ঋণ কর্মসূচিতে যোগ দেয়, বর্তমানে তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের বাধ্যতামূলক কৃষি ঋণ বিতরণ নীতির কারণে অংশগ্রহণ করছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২০ অর্থবছরে বিদেশী ব্যাংকগুলো ৭৪২ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে, যা তাদের লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯% বেশি। এই অংশগ্রহণ গ্রামীণ এলাকায় কৃষি ঋণের চাহিদা পূরণে সহায়ক, যেখানে এই ব্যাংকগুলো প্রায়ই মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন (এমএফআই) এর সঙ্গে অংশীদারিত্বে কাজ করে যাতে তহবিল তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

প্রশ্ন-৭৮. টিকে থাকার কৃষি এবং বাণিজ্যিক কৃষির মধ্যে পার্থক্য

বিবরণ	টিকে থাকার কৃষি	বাণিজ্যিক কৃষি
উদ্দেশ্য	প্রধানত কৃষকের নিজস্ব ভোগের জন্য	মূলত বাজারে বিক্রির জন্য লাভ অর্জনের উদ্দেশ্যে
অপারেশনের পরিসর	সীমিত সম্পদ ও প্রযুক্তি নিয়ে ছোট আকারে পরিচালনা	বড় পরিসরে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি ব্যবহার
বাজারমুখীতা	বাজারমুখী নয়; কোন অতিরিক্ত থাকলে স্থানীয়ভাবে বিক্রি করা হয়	অত্যন্ত বাজারমুখী, উৎপাদন বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে নির্ধারিত
শ্রম	"প্রধানত পারিবারিক শ্রম ব্যবহার করা হয়, ভাড়াটে শ্রমের ব্যবহার কম।	ভাড়াটে শ্রম এবং উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার
প্রযুক্তির ব্যবহার	সীমিত প্রযুক্তি ব্যবহার, প্রচলিত পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল	আধুনিক প্রযুক্তি ও কৃষি পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার

প্রশ্ন-79. স্থায়ী মূলধন এবং কার্যকরী মূলধনের মধ্যে পার্থক্য

দিক	স্থায়ী মূলধন	কার্যকরী মূলধন
সংজ্ঞা	দীর্ঘমেয়াদী সম্পদে বিনিয়োগ	স্বল্পমেয়াদী সম্পদে বিনিয়োগ
অর্জিত সম্পদের ধরন	স্থাবর সম্পদ	চলতি সম্পদ
বিনিয়োগের মেয়াদ	সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী	এক বছরের কম সময়ের জন্য
তারল্য	নগদে রূপান্তর করা কঠিন	খুব সহজে নগদে রূপান্তরযোগ্য
উদ্দেশ্য	কৌশলগত লক্ষ্য পূরণে সহায়ক	কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক

প্রশ্ন-৮০: নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এবং ব্যাংক-MFI সংযোগের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের পার্থক্য (BPE-99th)

বিষয়	নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ	ব্যাংক-MFI সংযোগের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ
তহবিলের উৎস	MFIs বা ব্যাংক তাদের নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করে।	ব্যাংকগুলো MFIs-কে তহবিল সরবরাহ করে, যা বিতরণ করা হয়।
গ্রাহক ভিত্তি	MFIs-এর গ্রামীণ এলাকায় ব্যাপক গ্রাহক নেটওয়ার্ক রয়েছে।	ব্যাংকগুলোর গ্রামীণ গ্রাহক সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

সেবা প্রদান পদ্ধতি	MFIs সরাসরি দরজায় সেবা প্রদান করে।	গ্রাহকদের ব্যাংক শাখায় গিয়ে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।
ক্ষুদ্রঋণের অভিজ্ঞতা	MFIs ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও পুনরুদ্ধারে বিশেষ দক্ষ।	বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণে অভিজ্ঞতা কম।
নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা	MFIs স্বাধীনভাবে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (MRA) অধীনে পরিচালিত হয়।	ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য MFIs-কে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহার করতে হয়।

প্রশ্ন-৮১: কীভাবে কৃষি অর্থায়নের আনুষ্ঠানিক উৎস কৃষকদের জন্য অর্থায়নের সুযোগ তৈরি করে এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলে? (BPE-99th)

আনুষ্ঠানিক কৃষি অর্থায়নের প্রভাব

ব্যাংক, মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান (MFI) এবং সমবায় সমিতির মতো **আনুষ্ঠানিক কৃষি অর্থায়নের উৎস** কৃষকদের ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করে এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আনুষ্ঠানিক অর্থায়নের সুযোগ সুবিধা

1. **মূলধনের প্রাপ্যতা:** কৃষকদের **বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন সরবরাহ করে।
2. **কম সুদের হার:** ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণের সুদের হার মহাজনদের তুলনায় অনেক কম।
3. **সহজ ঋণ শর্ত:** কিছু ব্যাংক **জামানতবিহীন ঋণ ও নমনীয় পরিশোধ ব্যবস্থা** প্রদান করে।
4. **ব্যাপক বিস্তৃতি:** বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচি ও মাইক্রোফাইন্যান্স **ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের** কাছে সহজে পৌঁছে।

কৃষকদের উপর অর্থনৈতিক প্রভাব

1. **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** ঋণের সহায়তায় আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়, যা ফলন বৃদ্ধি করে।
2. **আয় বৃদ্ধি:** অধিক উৎপাদন কৃষকদের **বাজারে ভালো বিক্রয় ও মুনাফা** অর্জনে সহায়তা করে।
3. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** কৃষি খাতে মৌসুমি শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, যা **গ্রামীণ বেকারত্ব হ্রাস** করে।
4. **দারিদ্র্য বিমোচন:** কৃষকের আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি তাদের **জীবনযাত্রার মান উন্নত করে** এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-৮২: বাংলাদেশ ব্যাংকের "বার্ষিক কৃষি ও গ্রামীণ ঋণ নীতি" খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কতটা কার্যকর? (BPE-99th)

বাংলাদেশ ব্যাংকের **বার্ষিক কৃষি ও গ্রামীণ ঋণ নীতি** কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে **খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা** রাখে।

প্রধান অবদানসমূহ:

1. **ঋণ বরাদ্দ বৃদ্ধি:** নীতিমালার আওতায় **ব্যাংকগুলোর মোট ঋণের অন্তত ২.৫% কৃষি ঋণ হিসেবে প্রদান করতে হয়**, যা কৃষকদের আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করে।
2. **ফসল উৎপাদনে সহায়তা:** মোট কৃষি ঋণের **প্রায় ৬০% ফসল চাষে** ব্যয় হয়, যা **খাদ্য উৎপাদন স্থিতিশীল রাখে**।
3. **বিশেষ ঋণ কর্মসূচি: মশলা, তেলবীজ ও ভুট্টা চাষের জন্য** ৪-৫% সুদে ভর্তুকিযুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়, যা খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে।
4. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি: ৯.৯ মিলিয়নের বেশি কৃষক** স্বল্প আমানতে ব্যাংক হিসাব খুলে ঋণ সুবিধা পাচ্ছে, ফলে **অনানুষ্ঠানিক ঋণের উপর নির্ভরতা কমছে**।
5. **দুর্যোগ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** কৃষি বীমা এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে থাকলেও, **জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় বিশেষ প্রকল্প** নেওয়া হয়েছে।

তবে, ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য ঋণপ্রাপ্তির জটিলতা, ঋণ বিতরণের বিলম্ব, এবং দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নীতির সম্পূর্ণ কার্যকারিতা ব্যাহত করতে পারে। আর্থিক অবকাঠামো শক্তিশালী করা ও কৃষিবান্ধব নীতি সম্প্রসারণ খাদ্য নিরাপত্তাকে আরও জোরদার করতে পারে।

প্রশ্ন-৮৩: বাংলাদেশ ব্যাংকের ভুট্টা ও গম পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পের দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব কী? (BPE-99th)

বাংলাদেশ ব্যাংকের **ভুট্টা ও গম পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প** খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কৃষকদের সহায়তা করা এবং আমদানি নির্ভরতা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

মূল প্রভাবসমূহ:

1. **চাষাবাদ বৃদ্ধি:** সহজলভ্য ঋণের কারণে **ভুট্টা ও গম চাষের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে**, যা ভুট্টাকে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্যে পরিণত করেছে।
2. **খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ:** এই ফসলগুলো **সরাসরি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়** এবং **পোল্ট্রি ও গবাদিপশুর খাদ্য উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে কাজ করে**, যা খাদ্য আমদানি নির্ভরতা কমায়।
3. **কৃষকদের আর্থিক সহায়তা:** ভর্তুকিযুক্ত পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকরা কম সুদে ঋণ পেয়ে **উৎপাদন ও মুনাফা বৃদ্ধি করতে সক্ষম**।
4. **আমদানি প্রতিস্থাপন:** স্থানীয়ভাবে **গম ও ভুট্টা উৎপাদন বাড়ানোর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হ্রাস** করা সম্ভব হয়েছে।
5. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি: শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন** দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

তবে, জমির স্বল্পতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। সুষ্ঠু নীতি সহায়তা ও কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের সফলতা নিশ্চিত করতে পারে।

প্রশ্ন-৮৪: জেলা কৃষি ঋণ কমিটি (BPE-99th)

জেলা কৃষি ঋণ কমিটি (DACC) মাঠ পর্যায়ে কৃষি ঋণের সমন্বয় ও তদারকিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি **লিড ব্যাংক সিস্টেমের** অধীনে পরিচালিত হয়। জেলার **জেলা প্রশাসক (DC)** এই কমিটির **চেয়ারম্যান** হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, এবং নির্দিষ্ট **লিড ব্যাংক** সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকে।

এই কমিটি **ঋণ বিতরণ, আদায় এবং কৃষি অর্থায়নের স্বচ্ছতা** নিশ্চিত করে। মাসিক সভার মাধ্যমে ঋণ বিতরণের তদারকি, সমস্যার সমাধান এবং কৃষকদের **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি** করা হয়। এছাড়াও, গ্রামীণ ঋণ কার্যক্রমকে আরও উন্নত করতে **বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকগুলো** এই কমিটিতে অংশগ্রহণ করে।

প্রশ্ন-৮৫: কৃষি ঋণ তদারকি (BPE-99th)

কৃষি ঋণ তদারকি ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং ঋণের **অপরিশোধ ঝুঁকি (default risk)** কমায়। বাংলাদেশ ব্যাংক একটি **তিন-স্তর বিশিষ্ট তদারকি ব্যবস্থা** চালু করেছে:

1. **কেন্দ্রীয় পর্যায়ের তদারকি (বাংলাদেশ ব্যাংক):** ব্যাংকগুলোর প্রতিবেদন সংগ্রহ এবং পরিদর্শন পরিচালনা করে।
2. **ব্যাংক পর্যায়ের তদারকি:** অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলো ঋণ বিতরণ ও পুনরুদ্ধার তদারকি করে।
3. **জেলা কৃষি ঋণ কমিটি:** জেলা পর্যায়ে ঋণ সমন্বয় ও তদারকি নিশ্চিত করে।

নিয়মিত সভা, মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন, এবং সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ ঋণের স্বচ্ছতা বাড়ায়। ব্যাংকগুলোকে উন্মুক্ত ঋণ বিতরণে উৎসাহিত করা হয় যাতে ঋণের কার্যকারিতা বাড়ে।

প্রশ্ন-৮৬: ভার্মি কম্পোস্ট (BPE-97th)

ভার্মি কম্পোস্ট হলো **জৈব সার**, যা **কেঁচো** ব্যবহার করে জৈব বর্জ্য পচনের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এটি **মাটির স্বাস্থ্য উন্নত করে, পুষ্টির প্রাপ্যতা বাড়ায়, এবং রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা কমায়**।

কেঁচো উদ্ভিজ্জ বর্জ্য, গোবর এবং ফসলের অবশিষ্টাংশকে **পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ সার** এ পরিণত করে। এই প্রক্রিয়াটি **মাটির বায়ু চলাচল, পানি ধারণক্ষমতা, এবং জীবাণু কার্যক্রম** বৃদ্ধি করে, যা **টেকসই কৃষি চর্চাকে** উৎসাহিত করে।

বাংলাদেশে **ভার্মি কম্পোস্টিং** দিন দিন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে কারণ এটি **পরিবেশবান্ধব** এবং সরকারি সহায়তা রয়েছে। **বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)** কৃষকদের **জৈব কৃষি চর্চা** করতে উৎসাহিত করছে। ভার্মি কম্পোস্ট **মাটির ভারসাম্য পুনরুদ্ধার** করতে সহায়তা করে, যা দীর্ঘমেয়াদে **উচ্চ উৎপাদনশীলতা, কম খরচ, এবং পরিবেশ সংরক্ষণে** অবদান রাখে।

প্রশ্ন-৮৭: পার্থক্য নির্ধারণ করুন:

(i) কৃষি ঋণ এবং গ্রামীণ ঋণ (BPE-99th)

বিষয়	কৃষি ঋণ	গ্রামীণ ঋণ
সংজ্ঞা	ফসল উৎপাদন, সেচ, এবং গবাদি পশুপালনের মতো কৃষিভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য প্রদত্ত ঋণ।	সামগ্রিক গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য প্রদত্ত ঋণ, যা কৃষি, ব্যবসা, আবাসন এবং ভোগ ব্যয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
উদ্দেশ্য	বীজ, সার, কৃষি সরঞ্জাম কেনার মতো কৃষি কার্যক্রমকে সহায়তা করা।	ছোট ব্যবসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং আবাসনসহ বিভিন্ন গ্রামীণ আর্থিক চাহিদা পূরণ করা।
লক্ষ্যভিত্তিক সুবিধাভোগী	কৃষক ও কৃষিভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।	কৃষক, গ্রামীণ উদ্যোক্তা, কারিগর ও পরিবার।
ঋণের ধরন	সাধারণত স্বল্পমেয়াদী ও মৌসুমি ঋণ, কিছু ক্ষেত্রে কৃষি অবকাঠামোর জন্য দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন।	স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় ধরনের ঋণ, যা বিভিন্ন গ্রামীণ চাহিদা মেটাতে ব্যবহৃত হয়।
নিয়ন্ত্রণ	বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ নীতিমালার আওতায় পরিচালিত।	বিস্তৃত গ্রামীণ অর্থায়ন নীতিমালার আওতায় পরিচালিত, যার মধ্যে মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ৮৮: বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষিঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কী কী প্রধান চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়?
উত্তর:

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষিঋণ দিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যেসব বড় সমস্যায় পড়ে তা হলো:

1. **জামানতের অভাব:** অনেক কৃষকের জমির কাগজপত্র সঠিক নয়, তাই ব্যাংক তাদের ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে।
2. **লেনদেন খরচ বেশি:** গ্রামে ছোট ঋণ বিতরণ ও তদারকির খরচ অনেক বেশি।
3. **আর্থিক শিক্ষার অভাব:** অনেক কৃষক ব্যাংকের নিয়ম-কানুন বা ঋণের প্রক্রিয়া ভালোভাবে বোঝে না।
4. **ফসলের ঝুঁকি:** আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষকের আয় অনিশ্চিত থাকে।
5. **ঋণ প্রক্রিয়ায় দেরি:** ব্যাংকের প্রক্রিয়া ধীর, যা কৃষকদের আগ্রহ কমায়।
6. **চাহিদা অনুযায়ী ঋণ না থাকা:** কৃষির চক্র অনুযায়ী অনেক সময় ঋণের শর্ত মানানসই হয় না।
7. **গ্রামে ব্যাংক শাখা কম:** অনেক কৃষকের কাছে ব্যাংকে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

এই সমস্যাগুলো কৃষকদের ঋণ পাওয়া কঠিন করে তোলে, ফলে তাদের উৎপাদন ও আয় কমে যায়।

প্রশ্ন ৯০: চুক্তিভিত্তিক কৃষির মতো নতুন আর্থিক পদ্ধতি কীভাবে কৃষি ঋণে বাধা দূর করতে সাহায্য করতে পারে?

উত্তর: চুক্তিভিত্তিক কৃষি (Contract Farming) হলো এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে কোম্পানি আগেই কৃষকের সঙ্গে ফসল কেনার চুক্তি করে। এই চুক্তি ব্যাংকের কাছে নিরাপত্তা হিসেবে কাজ করে, ফলে কৃষকের ঋণ পাওয়া সহজ হয়।

এই পদ্ধতি যেভাবে কৃষিঋণের বাধা দূর করে:

1. **আগাম নির্ধারিত দাম:** কৃষক আগে থেকেই একটি নির্ধারিত দামে ফসল বিক্রির নিশ্চয়তা পায়, ফলে বাজার ঝুঁকি কমে।
2. **ঋণ পাওয়া সহজ:** চুক্তি থাকায় কৃষক সহজে ব্যাংক থেকে ঋণ পায়।
3. **ইনপুট সহায়তা:** কোম্পানি বীজ, সার ও কারিগরি সহায়তা দেয়।
4. **ঋণ খেলাপির ঝুঁকি কম:** কোম্পানি ফসল কিনে নেয়, তাই কৃষক সহজে ঋণ শোধ করতে পারে।
5. **ব্যাংকের আস্থা বাড়ে:** চুক্তির কারণে ব্যাংক ঋণ দিতে আগ্রহী হয়।
6. **নিয়মিত আয়:** কৃষকের আয় নিয়মিত হয়, তাই অর্থ ব্যবস্থাপনা সহজ হয়।
7. **ঋণ ইতিহাস ভালো হয়:** সময়মতো ঋণ শোধ করলে কৃষকের ক্রেডিট রেকর্ড ভালো হয়।
8. **আর্থিক শৃঙ্খলা শেখে:** কৃষক টাকার সঠিক ব্যবহার শিখে, যা দীর্ঘমেয়াদে উপকার করে।

প্রশ্ন ৯১: কৃষিঋণের জন্য ব্যাংকগুলো সাধারণত কী ধরনের জামানত চায়?

উত্তর: কৃষিঋণের জন্য ব্যাংকগুলো সাধারণভাবে যেসব জামানত চায় তা হলো:

1. **জমির কাগজ:** কৃষি জমির মালিকানা বা ভাড়ার দলিল সবচেয়ে সাধারণ জামানত।
2. **ফসল (দাঁড়ানো ফসল):** অনেক সময় জমির বর্তমান ফসলের মূল্য জামানত হিসেবে ধরা হয়।
3. **গবাদিপশু:** গরু, ছাগল বা হাঁস-মুরগি জামানত হিসেবে গ্রহণ করা হয়।
4. **কৃষি যন্ত্রপাতি:** ট্রাক্টর, সেচ পাম্প বা অন্যান্য যন্ত্র জামানত হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
5. **সংরক্ষিত পণ্য:** গুদামে রাখা শস্য বা উৎপাদিত পণ্য জামানত হিসেবে রাখা যায়।
6. **ব্যক্তিগত জামিন:** কোনো সম্পত্তি না থাকলে তৃতীয় পক্ষের জামিন নেয়া হয়।
7. **দলগত দায়:** ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে একাধিক কৃষকের গ্রুপ জামিন হিসেবে কাজ করে।

এইসব জামানত ব্যাংককে ঋণ ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন ৯২: কৃষিভিত্তিক শিল্পকে রপ্তানি উন্নয়নে ব্যাংক কীভাবে সহায়তা করে?

উত্তর: ব্যাংক কৃষিভিত্তিক শিল্পকে রপ্তানিমুখী করতে যেভাবে সহায়তা করে:

- ব্যাংক কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং ও মূল্য সংযোজনের জন্য সহজ শর্তে ঋণ দেয়।
- ব্যাংক চুক্তিভিত্তিক কৃষিতে কৃষক ও ক্রেতা উভয়কে অর্থায়ন করে, যাতে কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত হয়।
- পণ্যের গুণমান ঠিক রাখতে হিমাগার ও পরিবহন ব্যবস্থায় বিনিয়োগে উৎসাহ দেয়।
- রপ্তানিমুখী কৃষি শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা এবং এক্সপোর্ট ক্রেডিট সুবিধা পায়।
- ব্যাংক উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সচেতনতা দিয়ে রপ্তানির প্রস্তুতি বাড়াতে সহায়তা করে।
- অ্যাগ্রো-প্রসেসিং জোন ও রপ্তানি ক্লাস্টারের জন্য বিশেষ স্কিম ও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেয়।
- কিছু ব্যাংক সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে রপ্তানিমুখী প্রকল্পে অর্থায়ন করে।

প্রশ্ন ৯৩: বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক শিল্পের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ কী?

উত্তর:

1. **উচ্চ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা:** দেশের বড় কৃষি ভিত্তির কারণে প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং ও মূল্য সংযোজনের সুযোগ অনেক।
2. **রপ্তানির সুযোগ:** ফল, সবজি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্যের আন্তর্জাতিক চাহিদা বাড়ছে।
3. **চাকরির সৃষ্টি:** গ্রামে প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন ও প্যাকেজিং শিল্পে কর্মসংস্থান তৈরি হয়।
4. **প্রযুক্তির অগ্রগতি:** আধুনিক যন্ত্র ও হিমাগার ব্যবহারে উৎপাদন দক্ষতা বাড়ে ও ক্ষতি কমে।
5. **গ্রামীণ উন্নয়ন:** কৃষিভিত্তিক শিল্প আয় বাড়ায়, অবকাঠামো গড়ে তোলে ও জীবনমান উন্নত করে।
6. **সরকারি সহায়তা:** সরকার ভর্তুকি, কর ছাড় ও রপ্তানি প্রণোদনা দেয়।
7. **বিদেশি বিনিয়োগ:** বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বাড়ছে, যা পুঁজি ও বাজার তৈরি করে।
8. **টেকসই উন্নয়ন:** অর্গানিক ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদনে ভবিষ্যৎ প্রবণতা তৈরি হচ্ছে।

প্রশ্ন ৯৪: কৃষিভিত্তিক শিল্প কী? নির্দিষ্ট উদাহরণ দিন।

উত্তর: কৃষিভিত্তিক শিল্প হলো এমন ব্যবসা, যেখানে কৃষি পণ্যকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে চূড়ান্ত বা আধা-প্রস্তুত পণ্য তৈরি করা হয়। এসব শিল্প কৃষককে আয় বাড়াতে ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান তৈরি করতে সাহায্য করে।

উদাহরণ:

1. **চাল কল:** ধান থেকে চাল তৈরি করে।
2. **দুগ্ধ শিল্প:** দুধ থেকে দই, ছানা, পনির তৈরি হয়।
3. **পাটকল:** কাঁচা পাট থেকে ব্যাগ, দড়ি, কার্পেট তৈরি হয়।
4. **মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ:** মাছ প্রসেস করে স্থানীয় ও রপ্তানির জন্য প্রস্তুত করা হয়।
5. **ফল প্রক্রিয়াজাত প্ল্যান্ট:** ফল থেকে জুস, জ্যাম ও আচার তৈরি হয়।

এই শিল্পগুলো গ্রামীণ উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখে এবং কৃষি পণ্যকে বাজারজাতযোগ্য করে রপ্তানি বাড়ায়।